হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

পাক্ষিক আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৯ | নবম বর্ষ | অষ্টম সংখ্যা

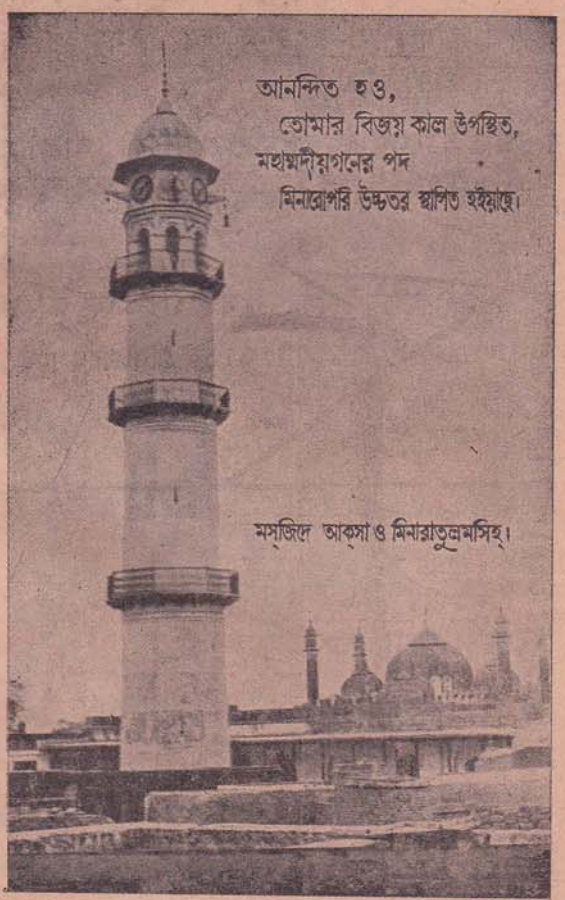

(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্ত্তমানকালে আল্লাহ্ তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মের উন্নতি সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংবদ্ধ করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে, সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্ত্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)।

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ৩৲ | প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রবন্ধসূচী

১।	দোয়া	১৮৩	৫।	আধ্যাত্মিক যৌবন ও বার্দ্ধক্য ...	১৯১—১৯৯
২।	অমৃত বাণী	১৮৪	৬।	মেয়ে-মহল—আহমদী-নারীর কর্ত্তব্য ...	২০০—২০১
৩।	কোরানের একটি দোয়ার তত্ত্ব ...	১৮৫—১৮৮	৭।	জগৎ আমাদের	২০২
৪।	নূতন আহমদী করিবার ওয়াদা ...	১৮৯—১৯০	৮।	বাৎসরিক রিপোর্ট	২০৪

স্মরণ রাখিবেন! স্মরণ রাখিবেন!!

তাহরিক-জদীদে যোগদান করিবার শেষ তারিখ

৩০শে এপ্রিল

পাঁচ হাজারী ঐশী সীপাহীদলে শামেল হইবার সুবর্ণ সুযোগ

উক্ত তারিখের মধ্যে তাহ্‌রিক জদীদের ওয়াদা লিখিয়া পোষ্ট করিতে পারিলে, অর্থাৎ ওয়াদার চিঠিতে ১লা মে তারিখের 'সিল' বা মোহর থাকিলে তাহাও গৃহীত হইব।

যাহারা কোন কারণে এখন পর্য্যন্ত ৫ম বর্ষের বা তৎপূর্ব্ব চারি বৎসরের তাহরিকে যোগদান করিতে পারেন নাই তাহারা উক্ত কাল মধ্যে ৫ম বর্ষের ওয়াদা করিয়া বা তৎপূর্ব্ব বৎসর সমূহের ত্রুটি সংশোধন করিয়া এখনো প্রতিশ্রুত স্বর্গীয় সৈন্যদলে শামেল হইতে পারেন।

যে সকল বন্ধু ইতিপূর্ব্বে তাহরিক-জদীদ সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন না, বা যাহারা পূর্ব্বে পাঠ্যাবস্থায় ছিলেন বা নিঃস্ব ছিলেন এবং এখন রোজগারী হইয়াছেন, তাহারা উক্ত তারিখ মধ্যে বা তৎপরেও শামেল হইতে পারেন।

যাঁহারা প্রত্যেক বৎসর তৎপূর্ব্ব বৎসর হইতে বর্দ্ধিত হারে দিবেন—সেই হার এক আনা বা এক পয়সাই হউক না কেন—তাঁহারা সাবেকুন্নুল-আওয়ালুন বা প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

বন্ধুগণ এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না।

লণ্ডন আহমদীয়া মসজিদে
মক্কাশরীফের ভাইসরয় ও ইরাকের ভূতপূর্ব্ব ওজির-আজম
বা প্রধান মন্ত্রির আগমন

মক্কাশরীফের ভাইসরয় His Royal Highness আল্-আমীর ফয়সল ও ইরাকের ভূতপূর্ব্ব ওজির-আজম—His Excellency তৌফিক বে আসুয়েদী সাউথ ফিল্‌ড্‌স্ আহ্‌মদীয়া মসজিদে উক্ত মসজিদের ইমাম মৌলানা জালালুদ্দীন শামস্ সাহেবের সঙ্গে 'চা' পান করেন। তাঁহারা লণ্ডন পেলেষ্টাইন কন্‌ফারেন্সে ইরাকের প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ইরাকের সেক্রেটারী আবদুল্লাহ্ বকর এবং বিখ্যাত আইনজ্ঞ সৈয়দ এ, মজিদ সাহেবদ্বয় এবং আরো বহু আরব প্রতিনিধি ছিলেন। 'চা' পানের পর তাঁহারা মসজিদ পরিদর্শন করেন এবং ইহার প্রসার, সরলতা ও পারিপাট্য দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। বিস্তারিত ২০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নবম বর্ষ | ৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৯ | অষ্টম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দোয়া

হজরত রসুল করীমের (সাঃ) হাদিস হইতে

নিদ্রা-ভঙ্গের পর পাঠ করিবার দোয়া

الحمد لله الذى احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور - اللهم انى اسئلك خيرا - لا اله الا انت - سبحانك اللهم وبحمدك واستغفرك لذنبى واسئلك رحمتك - اللهم زدنى علماً ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب —

বঙ্গানুবাদ—"সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তা'লার যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করিয়াছেন। তাঁহারই নিকট পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। হে আল্লাহ! তোমা হইতে সর্ব্ব-প্রকার মঙ্গল প্রার্থনা করি। তুমি ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য আরাধ্য নাই। হে আল্লাহ্‌! তুমি সর্ব্ব-গুণাধার ও সর্ব্ব-দোষ-ত্রুটি-মুক্ত। আমরা তোমার প্রশংসা ও গুণ-গান করিতেছি এবং নিজেদের দোষ-ত্রুটির জন্য তোমার নিকট ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি। হে আল্লাহ্‌! তুমি আমার 'এল্‌ম' বা জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম বৃদ্ধি করিয়া দাও এবং সৎ-পথ প্রদর্শনের পর আমার চিত্তকে সত্য হইতে বিমুখ করিও না এবং তুমি আমাকে তোমার সদন হইতে কৃপা কর; তুমি বড় দাতা।"

নিদ্রা যাওয়া কালীন দোয়া

اللهم باسمك اموت واحى - اللهم اسلمت نفسى اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امرى اليك والجات ظهري اليك - رغبة ورهبة اليك لاملجا ولا منجا منك الا اليك - امنت بكتبك الذى انزلت ونبيك الذى ارسلت *

বঙ্গানুবাদ—"হে আল্লাহ্‌! তোমারই নামে মরি বাঁচি (অর্থাৎ তোমারই উদ্দেশ্যে আমাদের জীবন মরণ—সঃ আঃ)। হে আল্লাহ্‌! আমি আমার প্রাণ তোমাকে উৎসর্গ করিলাম এবং তোমারই প্রতি আকৃষ্ট হইলাম এবং নিজের যাবতীয় কাজ কারবার তোমারই হাতে সমর্পণ করিলাম এবং তোমাকেই নিজ সকল কার্য্যের সারথি করিলাম। আশা ও ভয় দুইই তোমাতে রাখি। তোমা হইতে তুমি ভিন্ন কোথাও আশ্রয়-স্থান বা পালাইবার জায়গা নাই। আমি তোমার অবতীর্ণ কেতাব এবং তোমার প্রেরিত নবীর প্রতি বিশ্বাস রাখি।

অমৃত বাণী

[হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)]

পুণ্য কার্য্য সোয়াবের জন্য না করিয়া খোদাতা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা উচিত

স্মরণ রাখিও, সোয়াব' বা পুরস্কার লাভের আশায় কোন পুণ্য কার্য্য করা উচিত নহে। কেননা, এরূপ প্রত্যাশা নিয়া পুণ্য কার্য্য করিলে তাহা — ابتغاء لمرضات الله — বা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্যে না হইয়া সোয়াবের উদ্দেশ্যেই হইবে, এবং এরূপ ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোন সময় সেই পুণ্য কার্য্য পরিত্যক্ত হইবার আশঙ্কা আছে। যথা, কোন ব্যক্তি যদি প্রত্যহই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে এবং আমি তাহাকে প্রত্যহ একটি করিয়া টাকা দেই তবে সে এই ভাবিবে যে, তাহার আগমন কেবল টাকার উদ্দেশ্যেই এবং যে দিন হইতে টাকা মিলিবে না সেই দিন হইতেই তাহার আগমনও বন্ধ হইবে।

বস্তুতঃ সোয়াবের উদ্দেশ্যে পুণ্য কাজ করা এক প্রকার সূক্ষ্ম 'শের্‌ক' (অংশীবাদ)। ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকা উচিত। পুণ্য কার্য্য কোন সোয়াবের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল খোদাতা'লার প্রীতি, সন্তুষ্টি ও আনুগত্যের উদ্দেশ্যেই করা উচিত। সোয়াব লাভের ধারণা বা প্ররোচনা যখন হৃদয় হইতে দূরীভূত হইবে তখনই ইমান পূর্ণতা লাভ করিবে। যদিও ইহা সত্য কথা যে, খোদাতা'লা কাহারো পুণ্য কার্য্য বিনষ্ট করেন না—

ان الله لا يضيع اجر المحسنين

—কিন্তু যে ব্যক্তি পুণ্য-কার্য্য করে তাহার কোন সোয়াবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত নয়। দেখ, কোন মেহমান যদি আরাম, ঠাণ্ডা শরবত বা আড়ম্বরপূর্ণ খাদ্য লাভের আশায় এখানে আসে তবে সে এই সকল জিনিষেরই উপাসক হইল। মেহমানের আরাম ও পূর্ণ অতিথি-সৎকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা মেজবানেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু মেহমানের পক্ষে স্বয়ং এরূপ খেয়াল রাখা অন্যায়। (বদর, ২রা অক্টোবর, ১৯০৩)।

কথা ও কার্য্যে ঐক্য থাকা চাই

বাক্যে ও কর্ম্মে কতটুক সামঞ্জস্য আছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখার নামই খোদা-ভীতি। যখন দেখা যায় যে, বাক্য ও কর্ম্মে সামঞ্জস্য নাই তখন বুঝিতে হইবে যে, ঐশী-কোপ প্রজ্বলিত হইবে। যে ব্যক্তির হৃদয় অপবিত্র, তাহার বাক্য যতই পবিত্র হউক না কেন, সে খোদার নিকট কোন 'কদর' বা সম্মান পাইবে না, বরং সে খোদার অভিসম্পাত প্রজ্বলিত করিবে। অতএব আমার জমাতের লোকদিগের উপলব্ধি করা উচিত যে, তাহারা আমার নিকট এই উদ্দেশ্যেই আসিয়াছে যেন তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মপরায়নতার বীজ বপন করা হয় এবং তাহারা এক ফলবতী বৃক্ষে পরিণত হয়। অতএব প্রত্যেকের আত্ম-পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে তাহার ভিতরে কি আছে এবং আভ্যন্তরীন অবস্থা কিরূপ। আমাদের জমাতের লোকদেরও যদি এই অবস্থা হয় যে,—কথা একরূপ কর্ম্ম অন্যরূপ—তবে তাহাদের পরিণাম ভাল হইবে না। আল্লাহ্‌তা'লা যখন দেখিবেন যে, এই জমাত কেবল মৌখিক দাবী করে কিন্তু তাহাদের ভিতরে কিছুই নাই তখন আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের কোন পরওয়া করিবেন না। (মলফুজাত, হজরত মসিহ মাউদ (আঃ), ১ম জিলদ', ১০ পৃঃ)

কথা অনুযায়ী কার্য্য না হইলে খোদাতা'লার 'গজব' উদ্বেলিত হয়

পাপানুষ্ঠানের ফলে হৃদয়ে এক কাল দাগ পড়িয়া যায়। 'ছগিরা' বা ছোট ছোট পাপ, পুনঃ পুনঃ করিলে, তাহাই 'কবিরা' বা বড় পাপে পরিণত হয়। ছোট পাপের কালিমাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত মুখমণ্ডল কালিমাময় করিয়া দেয়। আল্লাহ্‌তা'লা যেমন সদয় ও করুণাময়, তেমনি তিনি ক্রোধশীল এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারীও বটেন। তিনি যখন দেখিতে পান যে, কোন জনমণ্ডলী বড় বড় দাবী করে এবং কথা বলে কিন্তু তদনুযায়ী কার্য্য করে না তখন তাঁহার ক্রোধ ও অভিশাপ উদ্বেলিত হয় এবং তিনি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে কাফেরদিগকে উত্তেজিত করেন।... ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌তা'লা যখন দেখিতে পান যে, এক জাতি মুখে তো "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্" বলে, কিন্তু তাহাদের হৃদয় অন্য কিছুর দিকে আকৃষ্ট এবং কার্য্যতঃ তাহারা দুনিয়ার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তখন তাঁহার ক্রোধ স্বরূপ প্রদর্শন করে। (মলফুজাত, ১ম জিলদ্, ১০ পৃঃ)

কার্য্যতঃ ইমানের পরিচয় না দিলে কেবল কথার কোন মূল্য নাই

"বিপদের সময় সঙ্গে থাকাই পূর্ণ ইমান-ওয়ালা লোকের কাজ। কার্য্যতঃ ইমানের পরিচয় না দেওয়া পর্য্যন্ত মানুষের কথার কোন মূল্য নাই।...অল্প লোকই বিপদের সময় অটল থাকে।"

"নিজের ইমানকে ওজন করিয়া দেখ। 'আমল' বা কর্ম্ম ইমানের অলঙ্কার স্বরূপ। মানুষের কর্ম্ম জীবন সংশোধিত না হইলে ইমানও থাকে না।" ("মলফুজাত, ১ম জিলদ্, পৃঃ ৪৫৯)

কোরানের একটি দোয়ার তত্ত্ব

[হজরত মসিহ মাউদ (আঃ)]

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলেন :—

আমাদের জমাত প্রত্যেক নামাজের শেষ রাকাতে রুকুর পর নিম্নলিখিত দোয়া বহুলরূপে পড়িবে :—

ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة
وقنا عذاب النار —

("হে আমাদের রাব্ব্—প্রতিপালক ও প্রভু, আমাদিগকে ইহজগৎ ও পরজগতে উত্তম যাহা তাহা দাও এবং নরকাগ্নি হইতে রক্ষা কর।") —'আল্হাকাম,' ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা—

'আল্হাকাম', ৪র্থ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা হইতে ৫ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) ১৯০০ সনের ৩রা আগষ্ট তারিখের একটি বক্তৃতায় উপরোক্ত আয়েত (দোয়া) সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। উহার কিয়দাংশের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"প্রকৃত ইস্লাম এই যে, আল্লাহ্তা'লার পথে স্বীয় সর্ব্ব-শক্তি—যে পর্য্যন্ত জীবন থাকে—'ওয়াক্ফ' (উৎসর্গ) করিবে, যেন 'হায়াতাৎ-তাইয়েবা' বা পবিত্র জীবনের উত্তরাধিকারী হওয়া যায়। স্বয়ং আল্লাহ্তা'লা এই 'লিল্লাহী-ওয়াক্ফ,' বা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গের প্রতি ইঙ্গিত করতঃ বলেন—

من اسلم وجهه لله فهو محسن فله اجره عند ربه
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون -

("যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক সৎকার্য্যে ব্রতী হয়, স্বীয় প্রভু 'রাব্বের' নিকট তাহার পুরস্কার রহিয়াছে—এমন ব্যক্তিগণের কোন ভয়ও থাকিবে না এবং তাহারা কখনো অনুশোচনা বোধ করিবে না।*")

এখানে—اسلم وجهه لله—এই বাক্যাংশের অর্থ ইহাই যে, অনস্তিত্ব ও বিনম্রতার বসন গ্রহণ পূর্ব্বক ঐশী দ্বারে (আস্তানায়ে-ওলুহিয়ত) নিপতিত হইবে এবং স্বীয় ধন, প্রাণ, সম্মান—বস্তুতঃ যাহা কিছু তাহার নিকট আছে—সবই একমাত্র খোদার জন্য 'ওয়াক্ফ' বা উৎসর্গ করিবে এবং দুনিয়া ও ইহার সমস্ত বস্তুকে দ্বীনের খাদেম বা সেবকে পরিণত করিবে।

কেহ একথা মনে করিবে না যে, মানুষ দুনিয়ার সহিত কোনই সম্পর্ক রাখিবে না, কোনই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিবে না। আমার ইহা উদ্দেশ্য নয় এবং আল্লাহ্তালাও দুনিয়া উপার্জ্জন সম্বন্ধে নিষেধ করেন না; বরং ইসলাম 'রুহ্বানীয়ত' বা সন্ন্যাসব্রত নিষেধ করে। ইহা ভীরু ব্যক্তিদের কাজ।

মোমেনের সম্বন্ধ দুনিয়ার সহিত যতই বিস্তির্ণতা লাভ করে—তাহা ততই তাহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার কারণ হয়। কারণ তাহার লক্ষ্য থাকে শুধু 'দ্বীন' অর্থাৎ ধর্ম্মের প্রতি—দুনিয়া ও পার্থিব অর্থ ও ঐশর্য্য ধর্ম্মের সেবায় নিয়োজিত থাকে।

সুতরাং, প্রকৃত বিষয় এই যে সংসার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইবে না, বরং পার্থিব উপার্জ্জনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইবে 'দ্বীন'—ধর্ম্ম। দুনিয়া

নোট :—হজরত খলিফা আওয়াল (রাঃ) প্রদত্ত প্রাত্যহিক দরস্থল কোরান ৮ম বর্ষ, ২৬ সংখ্যার 'বদর' পত্রের পরিশিষ্টের ৩৫ পৃষ্ঠায় উপরুক্ত আয়েত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নোট লিখিত আছে :—

'দুনিয়ার মঙ্গল ('হাসানাত') আমার মতে এই :—

(১) স্বাস্থ্য। (২) জ্ঞান ও তদনুযায়ী কর্ম্ম (এলেম ও আমল)। (৩) আল্লাহ্র সত্যিকার 'এবাদত' (উপাসনা), আন্তরিকতা ('এখ্লাস') ও 'নেকী' (পুণ্য) করিবার সামর্থ্য। (৪) প্রয়োজন মোতাবেক উপজীবিকা ('রেজেক')। (৫) সুসন্তান। (৬) সুস্ত্রী। (৭) উত্তম বাড়ী। (৮) ভাল পোষাক। (৯) সুবন্ধু। (১০) 'খাতেমা-বিল-খয়ের' বা সর্ব্বসৌষ্ঠব পরিণাম।

"আখেরাতের (পরকালের) 'হাস্নাত' (মঙ্গল) সম্বন্ধে আমি এই বলিয়া থাকি যে, তোমার নিকট যাহা 'ভাল' ('হাস্নাত'), যাহাকে তোমার পবিত্র বান্দাগণ—আওলিয়া ও আম্বিয়াগণ—'হাস্না' (উত্তম) বলিয়াছেন, তাহা।"

এ ভাবে লাভ করিতে হইবে যে, তাহা 'দ্বীনের' খাদেম বা সেবক হয়। যেমন, মানুষ কোন স্থান হইতে অন্যত্র যাওয়ার জন্য প্রবাসের নিমিত্ত বাহন কিম্বা পাথেয় সঙ্গে নেয়। ইহাতে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে গন্তব্যে পৌঁছা—বাহন কিম্বা পথের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নয়।

এইরূপই, মানুষ দুনিয়া উপার্জ্জন করিবে, কিন্তু দ্বীনের ভৃত্য ও সেবক মনে করিয়া।

আল্লাহ্ তা'লা যে এই দোয়া শিক্ষা দিয়াছেন যে,—

ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرة حسنة

—(প্রভো! আমাদের ইহজগতে ও পরজগতে উত্তম যাহা আমাদিগকে দাও)—ইহাতেও দুনিয়াকে অগ্রে রাখা হইয়াছে। কিন্তু কোন্ দুনিয়াকে? 'হাস্‌নাতুদ্-দুনিয়া—অর্থাৎ দুনিয়ার উত্তম অবস্থাকে যাহা আখেরাতে (পরলোকে) 'হাস্‌নাত' বা উত্তম অবস্থার কারণ হইবে।

এই দোয়া শিক্ষা দেওয়ায় পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মোমেনকে দুনিয়া অর্জ্জনে 'হাস্‌নাতুল-আখেরাৎ' অর্থাৎ 'পারত্রিক মঙ্গলের' প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং এসঙ্গেই 'হাস্‌নাতুদ্ দুনিয়া' (ঐহিক মঙ্গল) শব্দদ্বয়ে দুনিয়া অর্জ্জনের সেই সমস্ত উৎকৃষ্টতম উপায় অবলম্বনের উল্লেখ রহিয়াছে—যাহা একজন মোমেন মোসলমানকে দুনিয়া লাভের নিমিত্ত অবলম্বন করা উচিত।

যাবতীয় এমন উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক 'দুনিয়া হাসিল' করিতে হইবে, যাহা অবলম্বনে শুধু ইষ্ট ও মঙ্গলই থাকে। এমন কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে না, যাহা অন্য কোন মানবের দুঃখের কারণ হয় বা মানব-সমাজে কোন প্রকার লজ্জার কারণ হয়। এমন দুনিয়া অবশ্য 'হাস্‌নাতুল-আখেরাৎ' বা পারত্রিক মঙ্গলের কারণ হইবে।

সুতরাং স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে ব্যক্তি খোদার জন্য জীবন 'ওয়াক্ফ' (উৎসর্গ) করে, এমন হয় না যে, সে হস্ত-পদ-শূন্য হইয়া পড়ে। কখনো নয়, কখনো নয়, বরং দ্বীন এবং 'লিল্লাহী ওয়াক্ফ'—ধর্ম্ম ও ঈশ্বরোদ্দেশে আত্মোৎসর্গ—মানবকে হুশিয়ার ও কর্ম্ম-তৎপর করে। জড়তা, অলসতা তাহার কাছেও আসে না।

হাদিসে 'এমার-বিন-খজিমা' হইতে রেওয়াএত আছে যে, হজরত ওমর (রাঃ) তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার ক্ষেত্রে বৃক্ষ রোপণ করিতে কে তোমাকে নিষেধ করিয়াছে?' এমারের পিতা উত্তর করিলেন "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। কবে মরিব জানা নাই।' তাঁহাকে হজরত ওমর বলিলেন, 'বৃক্ষ রোপন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।' এমার বলেন যে, অতঃপর তিনি তাঁহার পিতার সঙ্গে তাঁহার ক্ষেত্রে হজরত ওমরকে (রাঃ) বৃক্ষ রোপন করিতে দেখিয়াছিলেন।

আমাদের নবী করীম (আঃ) উপকরণাভাব ও আলস্য হইতে সর্ব্বদা পানাহ্ চাহিতেন।

আমি **আবার বলি** যে, 'সুস্ত' বা আলস্য পরবশ হইও না। আল্লাহ্ দুনিয়া অর্জ্জন করিতে নিষেধ করেন না, বরং 'হাস্‌নাতুদ্-দুনিয়া' অর্থাৎ পার্থিব মঙ্গলের জন্য দোয়া শিক্ষা দিয়াছেন।

মানুষ হস্ত-পদ-শূন্য হইয়া বসিয়া থাকে ইহা আল্লাহ্ চান না। ইহার বিপরীত, তিনি পরিষ্কার বলেন—

ولیس للانسان الا ما سعی

(চেষ্টাই শুধু মানব কর্ত্তব্য)। এ নিমিত্ত মোমেনের উচিত, সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে যত্নবান হইবে। **কিন্তু যত বার আমার পক্ষে সম্ভবপর এ কথাই বলিব যে, 'দুনিয়াকে'** তোমাদের উদ্দেশ্যে পরিণত করিও না—'দ্বীনকে' 'মক্‌সুদ-বিজ-জাত' বা প্রকৃত উদ্দেশ্যে পরিণত কর। দুনিয়া থাকিবে দ্বীনের সেবক ও বাহন স্বরূপ।

ধনিকদের দ্বারা অনেক সময় এমন কাজ হয়, যে দীন-দরিদ্রগণ তাহার সুযোগ পায় না। রসুল করীমের (সাঃ) সময় প্রথম খলিফা—যিনি এক জন বড় সওদাগর ছিলেন—মোসলমান হওয়ার পর অতুল সাহায্য করেন। ফলে তিনি এই মর্য্যাদা লাভ করেন যে, তিনি 'সিদ্দিক' নামে অভিহিত হন এবং প্রথমবর্ত্তী সহচর ('রাফিক') ও প্রথম খলিফা হন।'

* * * *

"আমার জমাতকে 'অসিয়ত' করা এবং একথা পৌঁছাইয়া দেওয়া আমি আমার অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করি—পরে শুনা না শুনা প্রত্যেকেরই স্বেচ্ছাধীন—যে, যদি কেহ জীবন—পবিত্র ও চির জীবনের অভিলাষী হয়, তবে সে আল্লাহ্ তা'লার জন্য তাহার স্বীয় জীবন 'ওয়াক্ফ' (উৎসর্গ) করিবে। প্রত্যেকে এই চেষ্টা করিবে এবং এই চিন্তায় থাকিবে, যেন সে

এই 'দর্জ্জা' (মর্য্যাদা) লাভ পূর্ব্বক বলিতে পারে যে, তাহার জীবন, তাহার মৃত্যু, তাহার নামাজ শুধু আল্লাহ্‌রই জন্য, এবং হজরত ইব্রাহীমের (আঃ) ন্যায় তাহার আত্মা বলিয়া উঠে—اسلمت لرب العالمين— ("বিশ্বপ্রতিপালক রাব্বুল-আলামীনের নিকট আমি আত্ম-সমর্পণ করিতেছি।)

যে পর্য্যন্ত মানুষ খোদার মধ্যে বিলীন না হয়, খোদার মধ্যগত হইয়া না মরে—সে নব-জীবন লাভ করিতে পারে না।

সুতরাং, তোমরা—আমার সহিত যাহারা সম্বন্ধ রাখ—তোমরা দেখিতে পাও যে, খোদার জন্য জীবন 'ওয়াক্‌ফ' বিষয়কে আমি আমার জীবনের ভিত্তি ও চরম পরম উদ্দেশ্য জ্ঞান করি। অতএব তোমরা তোমাদের মধ্যে দেখ, তোমাদের মধ্যে কত জন আছে, যাহারা আমার এই ক্রিয়া খোদার উদ্দেশ্যে পসন্দ করে এবং খোদার জন্য জীবন 'ওয়াক্‌ফ' করা প্রিয় জ্ঞান করে।

মানুষ যদি আল্লাহ্‌তা'লার জন্য জীবন 'ওয়াক্‌ফ' না করে, তবে স্মরণ রাখিবে যে এরূপ লোকের জন্য আল্লাহ্‌তা'লা 'জাহান্নাম' (নরক) সৃষ্টি করিয়াছেন। খোদাতা'লা বলেন, ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس الخ ("দোজখের জন্য আমি বহু বড় ছোট মানব সৃষ্টি করিয়াছি—তাহাদের অন্তর আছে তাহারা তদ্বারা উপলব্ধি করে না, তাহাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তদ্বারা দেখে না, তাহাদের কান আছে, কিন্তু তদ্বারা শোনে না—তাহারা পশুর ন্যায় বরং তদপেক্ষাও হীন—ইহারাই তাহারা যাহারা 'গাফেল' বা উদাসীন")।

এই আয়েত দ্বারা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, কোন কোন খাম-খেয়াল, অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তি যেরূপ বুঝিয়াছে যে, প্রত্যেক মানবকেই অবশ্যই 'জাহান্নামে' যাইতে হইবে—ইহা ভুল। অবশ্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, "জাহান্নামের আজাব" হইতে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ, 'মাহফুজ' থাকিবে, এমন লোকের সংখ্যা অল্প। ইহা আশ্চর্য্যের কথা নয়। খোদাতা'লা বলেন,— قليل من عبادي الشكور। (আমার বান্দাগণের মধ্যে অল্প ব্যক্তিই পূর্ণ কৃতজ্ঞ)

এখন জানিতে হইবে যে, 'জাহান্নাম' কি? এক 'জাহান্নাম' তো তাহা, যাহার সম্বন্ধে মৃত্যুর পর অঙ্গীকার রহিয়াছে। যদি এ জীবনও খোদাতা'লার জন্য না হয়, তবে 'জাহান্নাম' বটে। ইহা অপর 'জাহান্নাম'।

আল্লাহ্‌তা'লা এরূপ ব্যক্তির দুঃখ দূরীভূত করিবার এবং সুখ-স্বচ্ছন্দতা প্রদান করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন না।

কখনো মনে করিবে না যে, কোন 'জাহেরী দৌলৎ' (পার্থিব ধনমত্তা), রাজত্ব, বা অর্থ, সম্মান ও সন্তানাধিক্য কাহারো শান্তির কারণ বটে—সে এক দম নগদ বেহেস্তে আছে। কখনো নয়। সেই শান্তি, সেই সান্ত্বনা, যাহা বেহেস্তের নেয়ামত সমূহের অন্যতম—তাহা ঐ সকল বিষয়ে পাওয়া যায় না। তাহা শুধু খোদার মধ্যেই জীবন-মরণে লব্ধ হয়। ইহাই নবিগণের (আলায়হুমুস্‌-সালাম)—বিশেষতঃ ইব্রাহীম ও ইয়াকুবের (আলায়হুমুস্‌-সালাম) 'অসিয়ত' (মৃত্যু কালীন উপদেশ) ছিল—যথা, لا تموتن الا وانتم مسلمون ("তোমরা শুধু আল্লাহ্‌তে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পিত অবস্থা ব্যতীত কখনো মরিবে না)।

দুনিয়ার ভোগ-সুখ ত এক প্রকার লালসা উৎপন্ন করিয়া আকাঙ্খা ও পিপাসা বৃদ্ধি করে—"এস্তেস্কা" গ্রস্ত রোগীর ন্যায় তৃষ্ণা মিটে না, এমন কি যে, রোগীর মৃত্যু ঘটে। সুতরাং, এই অসঙ্গত আকাঙ্খা ও আক্ষেপ জনিত অনলও সেই 'জাহান্নামের' বহ্নি বটে, যাহা মানব-চিত্তকে শান্তি ও স্থৈর্য্য লাভ করিতে দেয় না, বরং এক প্রকার দুদোল্যমান, বিচলিত অবস্থায় ঘূর্ণন করিতে থাকে।

এ নিমিত্ত একথা আমার বন্ধুগণের দৃষ্টি-গোচর থাকা চাই যে, মানুষ অর্থ-বৈভব, কিম্বা স্ত্রী-পুত্রের মোহ মায়ায় যেন এমন উন্মত্ত ও আপনহারা না হয় যে, তাহার ও খোদার মধ্যে এক প্রকার আবরণের সৃষ্টি হয়। ধন-সম্পদ ও সন্তান এজন্যই 'ফেৎনা' বা বিপ্লব জনক বলিয়া অভিহিত। ইহাদের দ্বারাও মানবের জন্য এক প্রকার দোজখ তৈয়ারী হয় এবং যখন এগুলি তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন সে অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করে। এইরূপে, আল্লাহ্‌তা'লার এই যে বাণী—

نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة

—("আল্লাহ্‌-তা'লা কর্ত্তৃক প্রকাশিত অগ্নি যাহা মানব হৃদয়ে ধাও ধাও করিয়া জ্বলিয়া উঠে")—ইহা শুধু উক্তি স্বরূপই থাকে না, বরং যৌক্তিক রূপ ধারণ করে।

সুতরাং এই অগ্নি যাহা মানব অন্তঃকরণ দগ্ধ করিয়া কাবাবে পরিণত করে এবং দগ্ধ অঙ্গার অপেক্ষাও কাল ও আঁধারযুক্ত করে—ইহাই সেই "গয়ের-আল্লাহ্‌" বা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের প্রেম।

দুইটি বস্তুর পরস্পর সম্বন্ধ ও ঘর্ষণে এক প্রকার উত্তাপের উৎপত্তি হয়। সেইরূপেই, মানব-প্রেম এবং দুনিয়া ও দুনিয়ার

বস্তু সকলের প্রেমের ঘর্ষণে ঐশী-প্রেম ('মহব্বত-এলাহী') বিদগ্ধ হয়—মানব অন্তঃকরণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া খোদা হইতে দূর হইয়া যায়, এবং সর্ব্বপ্রকার উদ্বেগের লীলাক্ষেত্র হইয়া পড়ে।

কিন্তু, দুনিয়ার বস্তুর সহিত সম্বন্ধ যখন খোদার মধ্যগত হওয়াবস্থার সম্বন্ধ-স্বরূপ হয় এবং উহাদের ভালবাসা খোদার প্রেমগত হইয়া থাকে, তখন পরস্পর ঘর্ষণে 'গয়ের-আল্লাহ্‌র' (আল্লাহ-ভিন্ন অন্যের) প্রেম ভস্মীভূত হয় এবং তদস্থলে এক প্রকার জ্যোতিঃ প্রদত্ত হয়। তারপর, খোদার সন্তুষ্টি তাহার সন্তুষ্টি এবং তাহার সন্তুষ্টি খোদার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যে পরিণত হয়।

এই অবস্থায় উপনীত হইয়া খোদার প্রেম মানবের প্রাণ স্বরূপ হইয়া পড়ে এবং জীবন ধারণের জন্য যেরূপ জীবন-ধারনোপযোগী উপকরণ বিদ্যমান থাকিতে হয়, তাহার জীবনের জন্য শুধু খোদা ও খোদারই প্রয়োজন হয়।

অন্য কথায়, বলা যায় যে, তাহার আনন্দ ও সুখ খোদাতেই থাকে।

দুনিয়াদারগণের মতে যদি তাহার কোন দুঃখ কষ্ট হয়, তবে হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, সেই দুঃখ-কষ্ট বা উদ্বেগেও সে পরম শান্তি সহ ঐশী-স্বাদ গ্রহণ করে। —যাহা কোন দুনিয়াদারের দৃষ্টির অন্তর্গত বড় অপেক্ষা বড় কোন সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তির ভাগ্যেও ঘটে না।

ইহার বিপরীত মানবের যে অবস্থা—তাহা জাহান্নাম। অন্য কথায়, খোদা-তা'লা ব্যতীত জীবন ধারণ করাও 'জাহান্নাম'।

তারপর, হাদিস শরীফ হইতে ইহাও জানা যায় যে, জ্বরও জাহান্নামের উত্তাপ বটে। ব্যাধি, বিপদ, যাহা বিভিন্ন মানবের অবস্থার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে—ইহাও 'জাহান্নামের' নমুনা। ইহার কারণ, যেন পর-জগতের জন্য সাক্ষ্য হয় এবং পুরস্কার ও শাস্তি বিষয়ক ধর্ম্ম-মতের যথার্থতা নির্দ্দেশ করে এবং প্রায়শ্চিত্তবাদের অলীক মতের খণ্ডন হয়।

দৃষ্টান্ত স্থলে, কুষ্ঠ ব্যাধি সম্বন্ধে দেখ যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন হয়, তরল পদার্থ দেহ হইতে নির্গত হইতে থাকে, কণ্ঠ বসিয়া যায়। একে ত ইহা স্বয়ং 'জাহান্নাম'। তারপর, লোকে ঘৃণা করে এবং দূরে সড়িয়া পড়ে। প্রিয় হইতেও প্রিয় স্ত্রী পুত্র, পিতামাতা পৃথক হইয়া পড়েন।

কেহ কেহ আরো সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হয়। পাথরী হয়, উদারাভ্যন্তরে গুটিকা হয়।

এই সর্ব্ব প্রকার বিপদ কর্ত্তৃক মানব আক্রান্ত হওয়ার কারণ, সে **খোদা হইতে দূরে** যাইয়া জীবন যাপন করে, তাঁহার হুজুরে অন্যায়াচরণ করে এবং আল্লাহ-তা'লার বাকোর সম্মান করে না। তখন এক প্রকার 'জাহান্নাম' উৎপন্ন হয়।

এখন, আমি আবার মূল বিষয়ের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বলিতেছি যে, খোদাতা'লা বলেন যে, তিনি জাহান্নামের জন্য অধিকাংশ মানব ও জেন সৃষ্টি করিয়াছেন। তারপর বলিয়াছেন যে, সেই 'জাহান্নাম' তাহারা স্বয়ং তৈয়ারী করিয়াছে—তাহাদিগকে 'জান্নাতের' (বেহেস্ত) দিকে আহ্বান করা হয়। পবিত্র-প্রাণ, পাক-দেল ব্যক্তিগণ পবিত্রতার সহিত কথা শুনে এবং **অপবিত্র ভাবাপন্ন মানুষ তাহাদের অন্ধ বুদ্ধি অনুযায়ী চলে। সুতরাং, 'আখেরাতের-জাহান্নাম' ইহাই হইবে** এবং 'দুনিয়ার জাহান্নাম' হইতেও নিষ্কৃতি বা অব্যাহতি লাভ হইবে না। কারণ, 'দুনিয়ার জাহান্নাম' ত সেই জাহান্নামের জন্য প্রমাণ ও নিদর্শন স্বরূপ হইবে।

অনুপযুক্ত, অপবিত্র মানবগণ সত্য, হক ও হেকমতের কথা শুনিতেই পারে না। যখনই কোন 'মারফাৎ' ও হেকমত-পূর্ণ আধ্যাত্ম তত্ত্ব কথা তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, তাহারা তৎ-প্রতি লক্ষ্য করে না, বরং ভ্রূক্ষেপহীন হইয়া তাহা এড়াইবার চেষ্টা করে।"

নোট :—হজরত মসিহ্ মাউদের অন্যতম বিশিষ্ট সাহাবী ও তদীয় আলেম মৌলানা সৈয়দ সারওয়ার শাহ সাহেব তদীয় 'তফসিরুল' কোরান গ্রন্থে সুরাহ বাকারাহ্, ২৫ 'রুকু' ২০০—২০২ আয়েতের অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :—

অতঃপর, মৌলিক নীতি-হিসাবে এখানে বলা হইয়াছে যে, দুনিয়ার কাজ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু দুনিয়াতে এমন মগ্ন হওয়া যেন পরজগত সম্বন্ধে ভুলিয়া যাওয়া— ইহা অত্যন্ত খারাপ; দোয়া এবাদতের সারাতিসার। এমন কি যদি কেহ সংসার মগ্ন হইয়া শুধু দুনিয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়াও করে, তবে সে 'আখেরাতে' কোন হিস্তা পাইবে না। সুতরাং, যাহারা দুনিয়ার এবং আখেরাতের মঙ্গল আল্লাহ্‌র নিকট চায় তাহারা তাহাদের চেষ্টার ফল উভয় জগতেই পাইবে।"

নূতন আহমদী করিবার ওয়াদা

যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী হজরত খলিফাতুল মসিহ্‌র (আঃ) তাহরীক অনুসারে নূতন আহমদী করিবার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন তাঁহাদের লিষ্ট

(সকল ভ্রাতা ভগ্নীগণ নিজ নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিতে সত্বর হউন)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রতিশ্রুতি দাতার নাম			বৎসরে কে কয়জন নূতন আহমদী করিবেন	বৎসরে কে কতদিন সময় উৎসর্গ করিবেন
৮৪। মৌলভী নেজাবতুল্লা সাহেব,	শুইলপুর, ত্রিপুর		২	×
৮৫। মুন্সি আবদুল করিম ,,	,,	,,	২	×
৮৬। ,, করম উদ্দীন ,,	হরীনাদী	,,	১	×
৮৭। ,, মোহাম্মদ ইস্‌রাইল ,,	,,	,,	১	×
৮৮। ,, মোহাম্মদ মোসলেম ,,	,,	,,	১	×
৮৯। ,, আলতাফ আলী ,,	,,	,,	১	×
৯০। ,, বক্স আলী ,,	,,	,,	১	×
৯১। ,, আবদুল মজীদ ,,	,,	,,	১	×
৯২। ,, কেরামত আলী ,,	,,	,,	১	×
৯৩। ,, ইছহাক লস্কর ,,	ঘাটুরা	,,	১	×
৯৪। ,, এলাই মিঞা লস্কর ,,	,,	,,	১	×
৯৫। ,, আলী আহমদ ,,	,,	,,	১	×
৯৬। ,, আশরাফ উদ্দীন ,,	,,	,,	১	×
৯৭। ,, দিলওয়ার আলী মিঞা ,,	,,	,,	১	×
৯৮। ,, শামছউদ্দীন ,,	,,	,,	১	×
৯৯। ,, সুরুজ আলী ,,	,,	,,	১	×
১০০। ,, গোলাম ছরওয়ার ,,	,,	,,	১	×
১০১। ,, মকসুদ আলী ,,	,,	,,	১	×
১০২। ,, মজীব আলী ,,	,,	,,	১	×
১০৩। ,, আলী হাসান ,,	,,	,,	১	×
১০৪। ,, আবদুল জলিল ,,	,,	,,	১	×
১০৫। ,, ইমাম উদ্দীন ,,	,,	,,	১	×
১০৬। ,, মোহাম্মদ করিমবক্স ,,	,,	,,	১	×
১০৭। ,, আবদুস্ ছামাদ ,,	,,	,,	১	×
১০৮। মুন্সী আবদুল করিম সাহেব,	আহমদী পাড়া	,,	৩	৩ মাস
১০৯। ,, আশরফ আলী ,,	,,	,,	১	১২ দিন

	প্রতিশ্রুতি দাতার নাম	বৎসরে কে কয়জন নূতন আহমদী করিবেন	বৎসরে কে কতদিন সময় উৎসর্গ করিবেন
১১০।	,, কফিলদ্দিন সাহেব, আহমদী পাড়া, ত্রিপুরা	১	২৫ দিন
১১১।	,, আবদুল জব্বার ,, ,, ,,	১	১২ দিন
১১২।	,, আবদুল হেকিম ,, ,, ,,	১	৫ দিন
১১৩।	,, নূরুল ইছলাম সাহেব (নও-মোস্‌লেম),, ,,	১	২ মাস
১১৪।	,, আছাব আলী সাহেব ,, ,,	১	৫ দিন
১১৫।	,, আফছরদ্দিন ,, ,, ,,	১	৫ দিন
১১৬।	,, আল্‌তাব আলী ,, ,, ,,	২	৩ মাস
১১৭।	,, আবদুস্ ছোবান ,, ,, ,,	১	১০ দিন
১১৮।	” তারা মিঞা ” ,, ,,	১	৮ দিন
১১৯।	” রমিজদ্দিন ,, ,, ,,	১	৫ দিন
১২০।	,, হাফিজদ্দিন ,, ,, ,,	৩	৩ মাস
১২১।	,, জহিরদ্দিন ,, ,, ,,	১	১০ দিন
১২২।	,, আবদুল হাই ,, ,, ,,	২	২৫ দিন
১২৩।	,, ইছমাইল ,, ,, ,,	১	১৫ দিন
১২৪।	” আবদুল অহাব ,, ,, ,,	১	১ মাস
১২৫।	,, আন্‌ছর আলী ,, ,, ,,	১	১০ দিন
১২৬।	,, আবদুল হক ,, ,, ,,	১	১০ দিন
১২৭।	,, আবদুল গণি ,, ,, ,,	২	১ মাস
১২৮।	,, আবদুল হেকিম দরজী ,, ,, ,,	১	১০ দিন
১২৯।	” মাষ্টার আবদুল মালেক ” ,, ,,	১	৩ মাস
১৩০।	,, ছাদত আলী ,, ,, ,,	১	২ মাস
১৩১।	” আবদুল আলীম ” ,, ,,	১	১ মাস
১৩২।	,, মিঞা চাঁন্দ ,, ,, ,,	১	১২ দিন
১৩৩।	মাষ্টার আবদুস সামী, লাখাউটি, যুক্তপ্রদেশ	১	×
১৩৪।	” নবিউল হক্ ” ,, ,,	১	×
১৩৫।	মৌলবী গোলাম ছমদানী খাদিম (আমির) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১	×
১৩৬।	” সৈয়দ সায়িদ আহমদ সাহেব ”	১	×
১৩৭।	” আউছাফ আলী ” ”	১	×
১৩৮।	মুন্সী আবদুল বারী ” ”	১	×
১৩৯।	” আবদুল হক ” ”	১	×
১৪০।	” আফিলদ্দিন ” ”	১	×
১৪১।	” আবদুল গফুর ” ”	১	×
১৪২।	” আবদুল ওয়াহেদ উঃ লালু সাহেব ”	১	×

নোট—স্থানাভাবে সকলের নাম প্রকাশ করা গেল না ; ইন্‌শা-আল্লাহ্‌ আগামী সংখ্যায় অবশিষ্ট নাম প্রকাশ করা হইবে।

আধ্যাত্মিক যৌবন ও বার্দ্ধক্য

আধ্যাত্মিক ও শারীরিক বিকাশে প্রভেদ

শুধু মৌখিক দাবী-আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতার পরিচায়ক

মিথ্যা প্রতিজ্ঞা জাতির সর্ব্ব-নাশ আনয়ন করে

হজরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানির (আইঃ)

৭ই এপ্রিল, ১৩৩৯ তারিখের খোৎবার সার-মর্ম্ম

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

শারীরিক বিকাশ ও আধ্যাত্মিক বিকাশে এক আশ্চর্য্য-জনক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। অতি অল্প লোকই এই প্রভেদটি লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রভেদটি এই—শারীরিক বিকাশের প্রথম অবস্থায় মানুষের দৃষ্টি নিজ শক্তি সামর্থ্যের দিকেই অধিক নিবদ্ধ থাকে এবং শারীরিক শক্তি সামর্থ্য ও বুদ্ধি যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততই তাহার দৃষ্টি সসীম হইতে থাকে এবং আত্ম-শক্তির গরিমায় সে মনে করে যে, দুনিয়াতে যাহা কিছু হইতেছে সবই তাহারই ইচ্ছা ও অভিলাষ অনুযায়ী হইতেছে। আবার শারীরিক বিকাশ শেষ হইলে পর যখন মানুষ দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া পড়ে তখন তাহার চিন্তা-ধারায় এক পরিবর্ত্তন আসে। ইহারই নাম অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার ফলে ক্রমশঃ অন্যান্য শক্তির প্রতি তাহার দৃষ্টি নিপতিত হয়। সে ভাবে যে, দুনিয়ার পরিবর্ত্তন কেবল তাহার এবং তাহার বন্ধুগণের সাহায্যেই হইতেছে না, বরং আরো বহু কারণ আছে যাহা দৃষ্টি-গোচর না হইলেও দুনিয়ায় সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া যাইতেছে। এইরূপে ক্রমশঃ যখন মানুষ একবারেই হীন-বল হইয়া যায় এবং তাহার শরীর শিথিল ও কৃশ হইয়া পড়ে তখন তাহার দৃষ্টি যাবতীয় পার্থিব উপকরণ এড়াইয়া সেই সকল সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম উপকরণের প্রতি নিপতিত হয়, যাহা তাহার জীবনে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। এমন কি, কখন কখন সে মনে করে যে, দুনিয়াতে যাহা কিছু হইতেছে তাহাতে মানুষের কোনই দখল নাই, বরং এক অলৌকিক শক্তি মানুষ দ্বারা সব করাইতেছেন।

পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক বিকাশের বেলায় এক আশ্চর্য্যজনক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। যে জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিকতা আছে, যে জাতিকে আল্লাহ্‌তা'লা জগতের আধ্যাত্মিক শিক্ষা দানের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেন সেই জাতির মধ্যে যৌবন কালেই সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় যাহা শারীরিক বিকাশের বেলায় বৃদ্ধাবস্থায় সৃষ্টি হয়। তাহাদের 'এন্‌কেসার' বা বিনয়-নম্রতা অধিক হয় এবং তাহাদের দৃষ্টি সর্ব্বদাই এক অলৌকিক অস্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, তিনিই এই কারখানা পরিচালিত করিতেছেন। যৌবন তাহার মধ্যে স্বেচ্ছাচারীতা ও আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি করার পরিবর্ত্তে ঐশী-প্রেম ও ভক্তি সৃষ্টি করে।

এই প্রভেদটি এত প্রকৃষ্ট যে, দুনিয়ার সর্ব্ব-স্থানে ও সর্ব্ব-কালে ইহা দৃষ্ট হয়।...তোমরা প্রত্যহ যুবক-বৃদ্ধকে কথা বলিতে শুনিয়া থাক। এক দল বলে—"আমি মারিব কাটিব, এই করিব, সেই করিব।" পক্ষান্তরে অপর দল বলে—"এরূপ কথা বলা উচিত নয়, জগতে মিলিয়া মিশিয়া থাকা উচিত, এত উত্তেজনা প্রদর্শন করা উচিত নহে।" প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক গৃহে, প্রত্যেক পরিবারে, প্রত্যেক রাষ্ট্রে, প্রত্যেক দলে ইহা দৃষ্ট হয়। যুবকগণ ভাবে, দুনিয়ার কোন শক্তিই তাহাদের মোকাবেলা করিতে পারিবে না। প্রতিপক্ষের শক্তিকে অনেক সময় তাহারা হেয় মনে করে। অথচ তাহাদের নিজেদের কোন প্রকৃত শক্তি নাই। অপরাধিগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিবার কারণও এই যে, তাহারা নিজের শক্তি ব্যতীত আর কাহারো শক্তি স্বীকার করে না—পুলিসেরও পরওয়া করে না, ম্যাজিষ্ট্রেটেরও পরওয়া করে না, গবর্ণমেণ্টের সৈন্যদলেরও পরওয়া করে না। উত্তেজনার বশে বলিয়া ফেলে, "আমাদের বিরুদ্ধে কে দাঁড়াইতে পারে?" এক প্রকার উন্মাদের অবস্থা তাহাদের হয়। তাহাদের মধ্যে যখন যৌবন দেখা দেয়, তখন

তাহারা মনে করে যে, তাহাদের শক্তি সমস্ত জগতকে ধ্বংস করিয়া দিবে। কিন্তু যৌবন চলিয়া গেলে তাহাদের জ্ঞান হয় এবং তখন তাহারা অনুতাপ করে।

মানুষ পরস্পর ঝগড়া-ফাসাদ করে, খুনাখুনি করে। কেহ বাধা দিলে বলে, "আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি মরিব, না হয় মারিব।" কিন্তু কেহ খুন হইয়া গেলে এবং মোকদ্দমা দায়ের হইলে উকিলের নিকট যাইয়া নাক ঘসায়, সম্পত্তি বিক্রি করিয়া মোকদ্দমার খরচ চালায়। কিন্তু ঝগড়া করিতে যাওয়ার সময় মনের অবস্থা ভিন্নরূপ থাকে এবং ধৃত হইলে অন্যরূপ হয়। ঝগড়া করিবার সময় তো বলে, "আমি কাহারো পরওয়া করি না" এবং রাগের বশবর্ত্তী হইয়া কাহারো উপদেশ মানে না, কিন্তু ধৃত হইয়া যখন কাঠঘরায় যায় তখন নেহায়ত কাকুতি মিনতি করিয়া বলে, "উকীল সাহেব, আমি রক্ষা পাইব কি?" আত্মীয়-স্বজনকে খোশামোদ করিয়া বলে, "আমাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া বাঁচাও।" এই দুই অবস্থায় কত প্রভেদ!

শারীরিক বিকাশের বৃদ্ধাবস্থায় যে অবস্থা হয়, আধ্যাত্মিক বিকাশের যৌবনাবস্থায় সেই অবস্থা হয়। আধ্যাত্মিক জমাতে যৌবন অবস্থায় অধিকতর 'এন্‌কেসার' বা বিনয়-নম্রতা হয় এবং বার্দ্ধক্যে স্বেচ্ছাচারিতা ও আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হয়। হজরত মুসার (আঃ) জমাতের অবস্থা দেখ, হজরত ইসার (আঃ) জমাতের অবস্থা দেখ এবং হজরত রসুল করীমের (সাঃ) সাহাবাগণের (রাঃ) অবস্থা দেখ,—সকলেরই একই অবস্থা। যখন তাহারা নিজ নিজ নবীর 'ছোহ্‌বত' বা সাহচর্য্যে জগতকে গ্রাস করিবার উপযোগী গুণ অর্জ্জন করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে ক্রোধ ও রাগের পরিবর্ত্তে বিনয় ও নম্রতা পরিদৃষ্ট হইতে থাকে যাহা দৈহিক বিকাশের বেলায় পরিদৃষ্ট হয় না। তাহারা খোদাতালার প্রতি ভীত সন্ত্রস্ত থাকিতেন এবং পরিণাম কি হইবে তাহা ভাবিয়া অস্থির হইতেন। খোদাতা'লার ওয়াদার উপর তাহাদের ভরসা ছিল, কিন্তু সেই ভরসা তাহাদের মধ্যে অহঙ্কার বা গর্ব্ব সৃষ্টি করিত না, বরং কোরবানীর স্পৃহা বৃদ্ধি করিয়া দিত। তাহাদের জিহ্বা অধিক দাবী করিত না, তাহাদের হৃদয় ভয়-মুক্ত থাকিত না, বরং খোদাতা'লার ভয়ে ভরপুর থাকিত এবং ইহাই সাক্ষ্য ছিল এ কথার যে, তাহারা খোদাতা'লার জমাত ছিলেন।

শারীরিক বিকাশের যৌবনে মানুষ অপর শক্তিকে বিস্মৃত হইয়া গর্ব্ব ও অহঙ্কারে মত্ত হইয়া যায়, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অধিকতর বিনয়ী হয়। আধ্যাত্মিক যৌবনের সহিত 'এরফান' বা তত্ত্বজ্ঞানের সংযোগ আছে, তাই তাহা মানুষের মধ্যে বিনয় বৃদ্ধি করে। আধ্যাত্মিক বিকাশের বেলায় যৌবনে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়, আর শারীরিক বিকাশের বার্দ্ধক্যে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। শারীরিক বিকাশের বার্দ্ধক্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় আধ্যাত্মিক বিকাশের যৌবনে সেই অবস্থার সৃষ্টি হয়। শারীরিক বিকাশের দিক দিয়া যুবকের মধ্যে গর্ব্ব ও অহঙ্কার সৃষ্টি হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিকাশের দিক দিয়া বৃদ্ধ জমাতের মধ্যে তদ্রূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

শারীরিক দিক দিয়া দুর্ব্বল বা বৃদ্ধ ব্যক্তি অপর শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে—দুনিয়ায় সকল কার্য্যে শত্রু, মিত্র, দিবা, চন্দ্র, সূর্য্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, রাষ্ট্র ইত্যাদি সকলেরই প্রভাব উপলব্ধি করে, কিন্তু যুবক এই সকলকেই তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং ভাবে যে, সে যাহা চায় তাহাই হইবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জমাতের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। যৌবনে তাহাদের দৃষ্টি ব্যাপক হয়, খোদাতা'লার উপর নির্ভর অধিক হয়, স্বীয় শক্তির প্রকৃত অনুমান হয়, তাহারা উপলব্ধি করে যে, তাহাদের চেষ্টায় কিছুই হইতে পারে না, দুনিয়ার পরিবর্ত্তন এক মাত্র খোদাতা'লাই করিতে পারেন।

রসুল করীমের (সাঃ) সাহাবাদিগের মধ্যে এরূপ বিনয় ছিল যে, তাঁহাদের নফস্‌ (বা আমিত্ব) একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এজিদের যুগে যখন তাহাদের মধ্যে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয় তখন তাহাদের মুখ হইতে এরূপ কথা বাহির হইতে লাগে যে তাহা শুনিয়া অবাক হইতে হয়। আধ্যাত্মিক জমাতে মাঝে মাঝে এরূপ অবস্থা হয়। কিন্তু তাহা অস্থায়ী হয়। মক্কার লোকগণ নূতন নূতন ইসলামে দাখেল হওয়ায় তাহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক দিক দিয়া যৌবন সৃষ্টি হয় নাই। তাই রসুল করীমের (সাঃ) সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিলে তাহারা বলিয়া উঠে, "আমরা যুদ্ধে যোগদান করিব এবং দেখাইব, আমরা কেমন বাহাদুর। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইলে যখন শত্রুগণ দুই দিক হইতে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল তখন তাহারা মাথায় পা রাখিয়া এরূপ ভাবে পলায়ন করিল যে, তাহাদের আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। তাহাদের পলায়নে সাহাবাগণের (রাঃ) ঘোড়া এবং উটও

ভয়-প্রাপ্ত হইয়া এরূপ ভাবে ধাবিত হইল যে, উহাদিগকে দমন করা সাধ্যাতীত হইল। সুতরাং সাহাবাগণকেও (রাঃ) বাধ্য হইয়া অনিচ্ছা স্বত্বেও যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে হইল।

এই দৃশ্য আল্লাহ্‌তা'লা এই কারণে দেখাইয়াছিলেন যেন

আধ্যাত্মিক যৌবন ও আধ্যাত্মিক বার্দ্ধক্যের পার্থক্য

শিক্ষা দেওয়া হয়। নূতন দীক্ষা-গ্রহণকারিগণের মধ্যে গপ্প মারিবার অভ্যাস ছিল, কিন্তু সাহাবাগণের (রাঃ) মধ্যে এই অভ্যাস ছিল না। যাহাদের আধ্যাত্মিক যৌবন লাভ হয় নাই তাহাদের মধ্যে মৌখিক দাবী বড় বড় হয় এবং তাহারা নিজ শক্তির গর্ব্বে মরে।

অতএব আমাদের জমাতের প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে এই পরখ দ্বারা নিজ নিজ ইমানের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে। যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে গর্ব্ব ও অহঙ্কার অনুভব করে তাহার বুঝা উচিত যে, তাহার আধ্যাত্মিক অবস্থা দুর্ব্বল এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়া তাহার বার্দ্ধক্য অবস্থা উপস্থিত। যাহার মধ্যে জীবন আছে সে কাজ করে, মুখে বড় বড় দাবী করে না, তাহার মধ্যে বিনয় হয়। সে নিজ শক্তি ও তাহার সীমা উপলব্ধি করে। সে জানে যে, আল্লাহ্‌-তা'লাই সব করেন। তাহার মধ্যে যে শক্তি আছে তাহাও প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌তা'লার শক্তিরই প্রতিচ্ছায়া মাত্র। কে জানে, কাজ আরম্ভ করিলে পর আল্লাহ্‌তা'লা তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়াই নেন, না কি, এবং সে সেই কাজের যোগ্য থাকিবে কি না। অতএব সে গর্ব্ব করে না। কারণ গর্ব্ব নিজ জিনিষের উপর করা যায়। যে ব্যক্তি মনে করে যে, যাহা কিছু আছে সবই খোদাতা'লার দান, সে গর্ব্ব করিবে কেমন করিয়া?

অতএব মোমেনের সর্ব্বদাই মিথ্যা ওয়াদা হইতে বাঁচিয়া থাকা উচিত। কারণ এরূপ ওয়াদা জাতির পক্ষে মারাত্মক। কেননা, এই সকল মিথ্যা ওয়াদার ফলে জাতি অনেক সময় এরূপ কার্য্যে পদার্পণ করে যাহা তাহাদের ক্ষমতাতীত; এরূপ লোক কাজ নষ্ট করে। আমি সর্ব্বদাই দেখিতেছি যে, মজলিসে-শুরার কালে বা তাহরিক-জদীদের ঘোষণা কালে কতিপয় ব্যক্তি এরূপ ওয়াদা করিয়া বসে যে তদ্দর্শনে অবাক হইতে হয়।

এক বার মজলিসে-শুরায় এক ব্যক্তি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলে, "জমাতে অমুক অমুক ত্রুটি রহিয়াছে, এগুলি এই এই ভাবে সংশোধন করিতে হইবে, আমাদিগকে এই করিতে হইবে, সেই করিতে হইবে।" পরে জানা গেল যে, সেই ব্যক্তি ছয় বৎসর যাবৎ কোন চাঁদাই দেয় না।

ফলতঃ এরূপ বড় বড় কথা বলা ইমানের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। হজরত খলিফাতুল-মসিহ আওয়াল (রাঃ) চিকিৎসা-বিদ্যা সংক্রান্ত একটি গল্প শুনাইতেন। এক সুবিখ্যাত চিকিৎসকের নিকট একদা এক বৃদ্ধ আসিয়া বলে, "আমার কাস হইয়াছে"। লোকটি অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিল। চিকিৎসক বলিলেন, "আপনার এই কাস বার্দ্ধক্যের কারণে হইয়াছে, ইহার কোন চিকিৎসা নাই"। বৃদ্ধ বলিল, "কিছু কিছু জ্বরও হয়"। চিকিসক বলিলেন, "ইহাও বার্দ্ধক্য-জনিত"। বৃদ্ধ পুনরায় বলিল, কোষ্ঠ-কাঠিন্যও আছে"। চিকিৎসক উত্তর করিলেন, "ইহাও বয়সের কারণে"। অতঃপর বৃদ্ধ পুনরায় বলিল, "খাওয়া হজম হয় না"। ইহার উত্তরেও চিকিৎসক বলিলেন যে, ইহাও বার্দ্ধক্য-জনিত। বৃদ্ধ পুনরায় বলিল, "ঘুম হয় না"। ইহাও বার্দ্ধক্য-জনিত বলিয়া চিকিৎসক উত্তর করিলেন। এই রূপে বৃদ্ধ আরো কতিপয় রোগের কথা পেশ করিল এবং চিকিৎসক বার্দ্ধক্যকেই সকল রোগের কারণ বলিয়া নিরূপণ করিলেন। ইহাতে বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া গালি দিতে আরম্ভ করিল এবং বলিতে লাগিল, "বড় ডাক্তার সাজিয়াছ"। চিকিৎসক বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি এই গালির উত্তরেও এই বলিলেন যে, ইহাও বার্দ্ধক্য-জনিত বটে।

ফলতঃ এইরূপ অবস্থা দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। মৌখিক দাবীর কোন মূল্য নাই। কাহারো মৌখিক দাবী শুনিয়া অনেক সময় লোক মনে করে যে, সে বড় কাজের লোক। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। প্রকৃত পক্ষে, এরূপ দাবী দুর্ব্বলতার পরিচায়ক, শক্তির পরিচায়ক নহে। এই বৃদ্ধের পক্ষে হেকীম সাহেবকে গালি দেওয়া কোন শক্তির পরিচায়ক ছিল না, বরং বার্দ্ধক্য-জনিত দুর্ব্বলতা-প্রসূত ছিল। আধ্যাত্মিক জমাতে যাহারা এরূপ দাবী করে তাহাদের মধ্যেও আধ্যাত্মিক বার্দ্ধক্য উপস্থিত বা তাহাদের আধ্যাত্মিক যৌবন আসেই নাই এবং তাহারা আধ্যাত্মিক দিক দিয়া সর্ব্বদা শিশুই রহিয়া গিয়াছে।

বস্তুতঃ কতিপয় লোক আধ্যাত্মিক দিক দিয়া সর্ব্বদা শিশুই থাকিয়া যায় এবং কতিপয় বৃদ্ধ হইয়া পড়ে। এই জন্যই আল্লাহ্‌-তা'লা "غير المغضوب عليهم" দোয়া শিক্ষা দিয়াছেন যে, হে আল্লাহ্‌ আধ্যাত্মিক যৌবন-লাভের পর যেন পুনরায় বার্দ্ধক্য না

আসে। কেননা, যে ব্যক্তি একবার সুদিন দেখিয়াছে তাহার জন্য পুনরায় কুদিন দেখা বড়ই কষ্টকর। খোদাতা'লার সহিত যাহার একবার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে পুনরায় বিচ্ছিন্ন হওয়া বড়ই আক্ষেপজনক।

জমাতের এক ব্যক্তির কথা আমি জানি। যে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সময় বেশ 'মোখলেস' বা অকপট ভক্ত ছিল, কোরবানীও করিত। কিন্তু তাহার অদৃষ্ট খারাপ ছিল। শেষ জীবনে চাঁদা আদায়, বরং নামাজও ছাড়িয়া দেয় এবং কেহ নসিহত করিলে বলিত "আমি বড় বড় কোরবানী করিয়াছি, এখন আর কিছু করার আবশ্যক নাই।"

বস্তুতঃ ইহাই আধ্যাত্মিক বার্দ্ধক্য। মৌখিক দাবীকারী প্রকৃত পক্ষে নিজ আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতার পরিচয় দেয়। মোমেন মুখে যাহা বলে তদপেক্ষা অধিক কার্য্যতঃ করিয়া দেখায়। কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে, মজলিসে-শুরা বা তাহরিক-জদীদে কোন কোন ব্যক্তি বড় বড় কথা বলে কিন্তু পরে একেবারে চুপ হইয়া যায়। অবশ্য কতিপয় লোক যথোচিত কোরবানী করে এবং ওয়াদা এরূপ ভাবে পূর্ণ করে যে, কখনো স্মরণ করাইয়াও দিতে হয় না। কিন্তু কেহ কেহ মুখে তো বড় বড় দাবী করে কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা পূর্ণ করে না।

অতএব মোমেনের নিজ চিত্তকে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। মৌখিক দাবী যদি অধিক হয়, কিন্তু কর্ম্মের দিক দিয়া শিথিল হয় তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহার আধ্যাত্মিক বার্দ্ধক্য দেখা দিয়াছে, বা আধ্যাত্মিক যৌবন আসে নাই। এবং স্মরণ রাখিতে হইবে, এরূপ লোক জমাতের বল-বৃদ্ধি না করিয়া দুর্ব্বলতা আনয়ন করে।

প্রত্যেক মজলিসে-শুরা এবং তাহরিক-জদীদ ঘোষণা করিবার সময় আমি দেখিয়াছি যে, কতিপয় লোক মৌখিক দাবী তো বহু করে, কিন্তু কাজের বেলায় বড়ই দুর্ব্বলতা দেখায়। ফল এই হয় যে, তাহাদের দাবীর উপর ভিত্তি করিয়া অনেক সময় আন্দাজ ভ্রান্ত হইয়া যায়। মজলিসে-শুরার অবসানে মনে হয় যে, এখন সব আর্থিক অসুবিধা দূরীভূত হইয়া যাইবে; কিন্তু প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলে পর সেই ওয়াদা এবং ওয়াদাকারীর কোন খোজ খবরই পাওয়া যায় না।

তাহরিক-জদীদের ওয়াদাকারিগণের মধ্যেও অধিকাংশ তো অবশ্য নিজ নিজ ওয়াদা পূর্ণ করিয়া দেয় কিন্তু কতিপয় লোক এরূপ আছে যাহারা ওয়াদা পূর্ণ করে না এবং ওয়াদা করার পর এরূপ চুপ হইয়া যায় যে, মনে হয়, যেন তাহারা কোন ওয়াদা করেই নাই। সেক্রেটারীগণকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে, পুনঃ পুনঃ চিঠি লেখার পরও কোন উত্তর পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়বার ঘোষণা করিলে পুনরায় তাহারা চিঠি লিখে, "আমাদের ওয়াদা কবুল করুন", এবং পুরাতন ওয়াদা সম্বন্ধে কেহ কেহ তো বলিয়া উঠে যে, তাহার নিকট হইতে কেহ চাঁদা চায়ই নাই, কিম্বা কেহ বলিয়া দেয় যে, তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় নাই। কেহ কেহ বলিয়া দেয় যে, পূর্ব্ববার ভুল হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখন পূর্ব্ব ওয়াদাও পূর্ণ করিবে এবং এবৎসরের ওয়াদাও পূর্ণ করিবে। কিন্তু আমি যখন বলিয়া দিয়াছি যে, যাহার ইচ্ছা সে ওয়াদা করুক, যাহার ইচ্ছা হয় না করুক, এরূপ অবস্থায় বৃথা ওয়াদা করিয়া গোনাহগার হওয়ার কি আবশ্যক ছিল। কিন্তু তাহারা ওয়াদা করিবার সময় তো বলে যে, তাহাদের ওয়াদা কবুল না হইলে, দুঃখে তাহারা মরিয়াই যাইবে এবং এরূপ চাপ দেয় যে, আমিও প্রতারিত হইয়া যাই এবং মনে করি যে, হয়তো তাহাদের মধ্যে অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী বৎসরও সেই অবস্থাই হয়। এই সকল লোক ওয়াদা করাই জীবনের কাজ মনে করে, ওয়াদা পূরণ করাকে কোন কাজ মনে করে না।

অতএব আমি বন্ধুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিতেছি যে, কেবল ওয়াদা করা এবং আগ্রহ দেখান আধ্যাত্মিত বার্দ্ধক্যের লক্ষণ, কিম্বা একথার পরিচায়ক এবং তাহাদের মধ্যে যৌবন আসেই নাই, শৈশবই চলিয়াছে। এই অবস্থায় তাহাদের কখনো সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়।

কোরবানীর আহ্বান হইলে তাহাদের মধ্যে এক 'জুশ' বা প্রেরণা আসে এবং ওয়াদা করিয়া বসে, কিন্তু ওয়াদা পূর্ণ করিবার সময় বহু অসুবিধা উপস্থিত হয়। ইহা এক ভয়ঙ্কর লক্ষণ এবং একথার পরিচায়ক যে, তাহাদের মধ্যে রোগ রহিয়াছে। সুতরাং তাহাদের সত্বর চিকিৎসা বা প্রতিকারের ব্যবস্থা করা উচিত; নতুবা এরূপ গহ্বরে নিপতিত হইবে যথা হইতে নির্গত হইবার কোন উপায় থাকিবে না।

পক্ষান্তরে যদি তাহাদের মধ্যে এক দিকে 'জুস্' বা আগ্রহও অতিশয় হয় এবং আর এক দিকে এই চিন্তাও থাকে যে, এরূপ ওয়াদাই করা উচিত যাহা পূর্ণ করা যায়, এবং এই চিন্তার পর যখন কোন ওয়াদা করে, তাহা যে বিপদ আসুক না কেন, পূর্ণ করিয়াই ছাড়ে, তবে বুঝিতে

হইবে যে, তাহাদের মধ্যে 'রুহানিয়ত' বা আধ্যাত্মিকতা বিদ্যমান আছে এবং সেই আধ্যাত্মিকতার উন্নতি সাধন করিয়া তাহারা এমন স্তরে পৌঁছিতে পারে যে-স্তরে পৌঁছিলে খোদাতা'লার সহিত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

এ বৎসর আমি জমাতকে বিশেষভাবে বলিতে চাই যে, আজ মজলিসে-শুরা আরম্ভ হইবে এবং জমাতকে বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই দুই এক বৎসর জমাতের উপর অসাধারণ বোঝ পড়িয়াছে, সুতরাং এই দুই এক বৎসর জমাতকে অসাধারণ কোরবানী করিতে হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে জমাতের স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাগণের মধ্যে জলসা করিয়া তাহাদিগকে সিলসিলার প্রয়োজন ও অভাব-অসুবিধার কথা বুঝাইয়া তাহাদিগকে এক-মত করিতে হইবে; কারণ তাহারা এক-মত না হওয়া পর্য্যন্ত বন্ধুগণ নিজ ওয়াদা পূর্ণ করিতে বা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবেন না।

আমি বড়ই আশ্চার্য্যান্বিত হইলাম যে, যদিও তাহরিক-জদীদের এই 'দৌড়' বা পর্য্যায় নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই দৌড়ে এক নব-জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে এবং এই বিষয়টি আমি পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছি, তথাপি ওয়াদার পর চারি মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত মাত্র ষোল হাজার টাকা ওসল হইয়াছে—অর্থাৎ মাসিক সাড়ে চারি হাজার টাকা করিয়া আসিতেছে, অথচ এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকার ওয়াদা করা হইয়াছে। বহির্দ্দেশের জমাতের ওয়াদা এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই। তাহা সহ আশা করা যায় যে, ১ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকার ওয়াদা হইবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত মাত্র ষোল হাজার টাকা ওসল হইয়াছে অথচ বৎসরের এক-তৃতীয়াংশ চলিয়া গিয়াছে।

আমি জানিতে পারিলাম, কোন কোন জমাত বলিয়া থাকে যে, এখন তাহারা খেলাফত জুবিলী ফাণ্ড এবং বিগত বজেটের চাঁদা আদায় করিতে ব্যস্ত। কিন্তু বজেটের চাঁদা আদায়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহে সাড়ে তিন হাজার টাকার আমদানী হইয়াছে, অর্থাৎ বিগত বৎসরের তুলনায় প্রায় তিন হাজার বা সাড়ে তিন হাজার টাকা কম আসিয়াছে। জুবিলী ফণ্ডে বিগত মাসে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা আমদানী হইয়াছে। ইহা হইতে যদি বজেটের চাঁদার তিন হাজার টাকার ন্যূনতা বাদ দেওয়া যায়, তবে জুবিলী ফণ্ডে মাত্র দুই হাজার টাকা থাকিয়া যায়। এই দুই হাজারকে যদি তাহরীক-জদীদের ন্যূনতার মেকাবেলায় রাখা যায়, তবে ইহার অর্থ এই হইবে যে, জমাত কার্য্যতঃ আট দশ হাজার টাকা কম দিয়া মুখে এই বলিয়া দিল যে, তাহারা ওসল করিতেছে এবং কাজে ব্যস্ত আছে। কিন্তু কাজ এই করিয়াছে যে, এক বিষয়ে কম করিয়া অপর বিষয়ে দিয়া দিয়াছে—অর্থাৎ এক পকেট হইতে বাহির করিয়া অপর পকেটে রাখিয়া দিল।

অদ্য হইতে চারি বৎসর পূর্ব্বেও আমি বলিয়াছিলাম যে, স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণের সাহায্য ছাড়া কোরবানী করা সম্ভবপর নহে। তাহারা অল্পতে সন্তুষ্ট ও সরল-জীবনে অভ্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কখনো কৃতকার্য্যতা লাভ হইবে না। কেননা খোদাতা'লা আট আনা হইতে টাকা বাহির করিবার কোন উপায় শিক্ষা দেন নাই। আট আনা হইতে আট আনাই খরচ করিয়া যদি কেহ দুই আনা অপর কাহাকেও দিতে চায় তবে কখনো সক্ষম হইবে না। কাহাকেও দুই আনা দিতে চাহিলে খরচ কমাইয়া আট আনা স্থলে ছয় আনা করিতে হইবে। যে আট আনা হইতে আট আনাই খরচ করিয়া আবার এক জনকে দুই আনা দিতে ওয়াদা করে সে মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক; সে খোদাতা'লাকেও ধোকা দেয় এবং সিলসিলাকেও ধোকা দেয়।

অতএব কোরবানী করার জন্য স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা-গণকে সম-মতাবলম্বী করা একান্ত আবশ্যক। আমি কয়েক বারই এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ প্রদান করা হয় নাই। স্ত্রীলোকদিগকে, এই 'তাহরিক' পৌঁছানই হয় নাই। এ বৎসর এক সুবৃহৎ এবং মুখলেস জমাতের স্ত্রীলোকগণ শপথ করিয়া বলিয়াছে যে, গত বৎসর তাহাদের পুরুষগণ তাহাদিগকে এই তাহারিকের কথা জানায়ই নাই। এইটি একটি বেশ বড় জমাত—প্রায় শত দেড় শত লোকের জমাত। অথচ এই জমাতের স্ত্রীলোকগণ শপথ করিয়া বলে যে, তাহাদিগকে তাহরিকের কথা অবগতই করান হয় নাই।

এইরূপ শিথিল লোক কেমন করিয়া সফলতা লাভ করিতে পারে? স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণ এক মতাবলম্বী হইলেই সফলতা লাভ সম্ভব। যতদিন পর্য্যন্ত কেহ আমাদিগকে পিছন হইতে টানিয়া রাখিবে ততদিন আমরা কেমন করিয়া

অগ্রসর হইতে পারি? আমরা অগ্রসর হইতে চাহিলে আমাদের স্ত্রী-পুত্রগণ আমাদিগকে পিছনের দিকে টানিয়া রাখিবে।

দুঃখের বিষয় আমার এই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য করা হয় নাই। ফলে বহু বন্ধু এরূপ অসুবিধায় পড়িয়াছেন যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অথচ আমি প্রথমেই এ সব কথা বলিয়া দিয়াছি এবং ভবিষ্যতে যে আমাদের জন্য কোরবানীর সময় আসিতেছে তৎপ্রতি লক্ষ রাখিয়াই এ সব কথা বলা হইয়াছিল। এতদুদ্দেশ্যে আমি আমানত ফাণ্ডেরও তাহারিক করিয়াছিলাম। যাহারা ইহার উপর 'আমল' করিয়াছে তাহারা নিজের ওয়াদা উত্তমরূপে পূর্ণ করিয়াছে। আমি জানি, জনৈক দরিদ্র বন্ধু, যাঁহার মাসিক আয় বার চৌদ্দ টাকার বেশী নয়, এক শত টাকা চাঁদা দিয়াছেন। ইহা এইরূপে করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মাসে তিনি তিন টাকা করিয়া জমাইতেন। এই রূপে চারি বৎসরে একশ' টাকার অধিক জমাইয়া ফেলেন। এখনো যে কয় জন লোক আমানত ফাণ্ডে চাঁদা জমা করিতেছেন তাঁহারা সহজেই চাঁদা আদায় করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন। অথচ তাহাদের চেয়ে অধিক বেতন বা অধিক আয়ের লোকগণ চাঁদা আদায়ের জন্য এদিক ওদিক দেখিতেছে।

কতিপয় বন্ধু আমাকে লিখিয়াছেন যে, ইতিপূর্ব্বে দশ পনর বৎসর যাবৎ বাড়ী প্রস্তুত করিতে মনস্থ করিয়া বাড়ী প্রস্তুত করিতে পারেন নাই, অথচ এখন এই তাহরিকের উপর 'আমল' করিয়া বাড়ী প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং চাঁদা আদায়ের সুবিধা ছাড়া আরো কতিপয় সুবিধা এই তাহারিকে ছিল। কিন্তু বন্ধুগণ ইহার প্রতি যথোচিত মনোযোগ প্রদান করেন নাই এবং মনে করিয়াছিলেন যে, প্রয়োজন সময়ে কোন না কোন বন্দোবস্ত হইয়াই যাইবে। এবং খোদাতা'লা কোন না কোন উপায় করিয়াই দিবেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ্‌তা'লাও তাহাকে সাহায্য করেন যে নিজকে সাহায্য করে। যে ঠাট্টা করে, আল্লাহ্‌তা'লা তাহাকে কখনো সাহায্য করেন না।

অতএব আমি জমাতকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, ভ্রান্ত ওয়াদা যেন না করা হয় এবং আজকের কাজ যেন কালকের জন্য স্থগিত রাখা না হয়। ইহা বড়ই মারাত্মক কথা যে, কতিপয় লোক মনে করে যে, কাজ কল্য করিয়া নিবে। কিন্তু সেই কল্য আর কখনো আসে না এবং চাঁদাও আদায় হয় না। এখনো বিগত বৎসরের ওয়াদা মধ্য হইতে প্রায় বার হাজার টাকা আদায় করিতে বাকী আছে। অথচ মার্চ্চ মাস শেষ হইল এবং এপ্রিল মাস আরম্ভ হইল। যাহা মাফ করা হইয়াছে তাহা বাদ দিয়াই এই বকায়া পড়িয়াছে। যাহারা মৃত্যু লাভ করিয়াছেন, তাহাদের ওয়াদাও বাদ দেওয়া হইয়াছে। সকল ওয়াদা ধরিলে অনেক বেশী টাকা হইত। যে গতিতে গত বৎসরের বকায়া আদায় হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে, দুই তিন বৎসরেও বকায়া পূর্ণ রূপে আদায় হওয়া মুস্কিল। আজকাল গত বৎসরের বকায়ার আমদানী দৈনিক দশ পনর টাকা মাত্র। কোন কোন দিন তো কিছুই আমদানী হয় না। অতএব এই গতিতে দুই তিন বৎসরেও পূর্ণ আদায় হওয়া মুস্কেল। এরূপ হওয়ার কারণ এই যে, কোন কোন লোক মনে করে, শেষ কালে আদায় করিয়া দিবে। এই সকল লোকের জিম্মায় সর্ব্বদাই বকায়া থাকিয়া যায়।

আমি এই ঘটনাটি কয়েক বারই শুনাইয়াছি যে, এক বার আঁ-হজরত (সাঃ) কোন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য ঘোষণা করেন। তখন এক জন মালদার সাহাবী মনে করিলেন যে, তিনি যেহেতু মালদার আছেন, যখন ইচ্ছা তখনই যুদ্ধ-যাত্রার জন্য তৈয়ারী করিয়া লইবেন। অবশেষে রওয়ানা হওয়ার দিন উপস্থিত হইল এবং তিনি দেখিলেন যে, তাহার কোনই তৈয়ারী নাই। তখন মনে মনে সাব্যস্ত করিলেন যে, কল্য তৈয়ারী করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যাইয়া মিলিবেন। কিন্তু পর দিবস আরো অসুবিধা উপস্থিত হইল। তখন তৃতীয় দিবসের জন্য রাখা হইল। তৃতীয় দিবস তিনি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এ দিক দিয়া খবর আসিল যে, আঁ-হজরত (সাঃ) বহু দূর পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন এবং এখন তাঁহার সঙ্গী হওয়া অসম্ভব। সুতরাং তিনি যুদ্ধ-যাত্রা হইতে বঞ্চিত রহিলেন এবং দণ্ডনীয় হইলেন। ফলে তিনি এরূপ দণ্ড ভোগ করিলেন যাহা আঁ-হজরতের জীবনে তিনি কম লোককেই দিয়াছেন।—অর্থাৎ তাহাকে বয়কট করা হয়, এবং তাহার স্ত্রীকেও তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে নিষেধ করা হয়।

বিষয়টি এইরূপ হইয়াছিল:—

হজরত রসুল করীম (সাঃ) যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহার নিকট হইতে কৈফিয়ত চাহিয়া পাঠাইলেন। সেই

সাহাবী বলেন, "প্রথমতঃ আমার মন আমাকে ধোকা দিতে চাহিয়াছিল এবং আমি কোন 'বাহানা' বা বৃথা ওজর পেশ করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু আঁ-হজরতের সমীপে উপস্থিত হইয়া সেখানকার উপস্থিত লোকগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার পূর্ব্বে আর কাহার কাহার কৈফিয়ত তলব হইয়াছে? তখন কতিপয় লোকের নাম করা হইলে আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের প্রতি কি ব্যবহার করা হইয়াছে। তাহারা বলিলেন যে, রসুল করীম (সাঃ) দুই জনকে ফয়সলার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন এবং অবশিষ্ট লোকদের জন্য হাত উঠাইয়া দোয়া করিয়াছেন যেন, আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে ক্ষমা করেন। যাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলা হইয়াছিল তাহারা মোমেন ছিলেন, আর যাহাদের জন্য আল্লাহ্‌তা'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহারা মোনাফেক ছিল। তখন আমি মনে মনে স্থির করিলাম, যে শাস্তিই ভোগ করিতে হয়, আমি নিজকে মোনাফেকদের অন্তর্ভুক্ত করিব না। তাই আমি রসুল করীমের (সাঃ) সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া বলিলাম যে, আমার শৈথিল্য হইয়াছিল। তখন রসুল করীম (সাঃ) আমাকেও ফয়সলার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলেন। অতঃপর তিনি মোসলমানলোকগণকে একত্রিত করিয়া আদেশ করিলেন কেহ যেন আমার সহিত কথা না বলে। কিছু দিন পর এই আদেশকে আরো কঠোর করিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, আমার বিবিও আমার সহিত কথা বলিতে পারিবে না।"

যে সহরে সকল লোকই কেবল মোসলমানই মোসলমান ছিলেন তথায় এই শাস্তি কত কঠোর ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। মদিনাতে অবশ্য ইহুদীও ছিল, কিন্তু তাহাদের বাসস্থান সহর হইতে কিছু দূরে ছিল। সেই সাহাবী বলেন, "আমি আমার এক আত্মীয়ের নিকট যাই; তিনি আমার চাচাতুত ভাই ছিলেন এবং তাহার সহিত আমার খুব প্রণয় ছিল, এমন কি, এক পাত্রে ভোজন করিতাম। আমি তাহার নিকট যাই। তিনি বাগানে কাজ করিতেছিলেন। আমি তথায় যাইয়া তাহাকে বলিলাম, 'আমার যে সাজা হইয়াছে তাহা তো হইয়াছেই; কিন্তু তুমি তো জান যে, আমি মোনাফেক নহি এবং যাহা কিছু হইয়াছে ভুল বশতঃ হইয়াছে, কিন্তু তিনি আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া আকাশের দিকে মুখ করিয়া বলিলেন 'খোদা এবং তাহার রসুলই উত্তর জানেন'। এই অবস্থা দেখিয়া আমি পাগল-প্রায় হইয়া গেলাম এবং সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। বাগানের ফটক দিয়া আসার কথাও খেয়াল ছিল না, দেওয়াল টপকিয়াই বাহিরে আসিলাম এবং সহরের দিকে অগ্রসর হইলাম। আমি সহরে ঢুকিতেছি এমন সময় এক ব্যক্তি এক অপরিচিত ব্যক্তিকে আমার দিকে ইসারা করিয়া দিল। সেই অপরিচিত ব্যক্তিটি আমার নিকট আসিয়া একটী চিঠি দিল। চিঠি খুলিয়া দেখিলাম, উহা গাচ্ছান জাতির বাদশার চিঠি। উহাতে লেখা ছিল—"তুমি তোমার কৌমের এক জন সম্ভ্রান্ত লোক। আমি শুনিলাম, তোমাদের সর্দ্দার মোহাম্মদ (সাঃ) তোমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তোমার অপমান করিয়াছে। বস্তুতঃ সে সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে ব্যবহার করিতে জানেই না। তুমি আমার নিকট চলিয়া আস; এখানে তোমার সহিত তোমার পদোপযোগী ব্যবহার করা হইবে।"

এই চিঠি পড়িয়া আমি মনে মনে বলিলাম, 'ইহা শয়তানের পক্ষ হইতে শেষ পরীক্ষা'। তথায় একটি উনুন জ্বলিতেছিল; আমি সেই উনুনে এই চিঠি নিক্ষেপ করিলাম এবং পত্র বাহককে বলিয়া দিলাম যে, সে যেন তাহার প্রভুকে যাইয়া বলে যে, তাহার চিঠির জওয়াব ইহাই।"

তাঁহার এই কার্য্যই বুঝি আল্লাহ্‌তা'লার পসন্দ হইল। তিনি রাত্রিতে নিদ্রা গেলেন। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া নামাজ পড়িতে গেলেন। নামাজ পড়িয়া চলিয়া আসিলেন। কারণ তাহ'র সহিত তো কেহ কথা বলিত না, কাজেই নামাজান্তে মসজিদে বসিবার কোন কারণ ছিল না। রাত্রিতে আঁ-হজরতের (সাঃ) উপর এল্‌হাম হইল যে, আল্লাহ্‌ এই তিন জনেরই শাস্তি মাফ করিয়া দিয়াছেন। ফজরের নামাজের পর আঁ-হজরত (সাঃ) মস্‌জিদে বসিয়া পড়িলেন এবং শাস্তি-প্রাপ্ত তিন জন সেখানে আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। ছাহাবাগণ উত্তর করিলেন যে, অমুক আছে, অমুক নাই। তিনি বলিলেন, "রাত্রিতে আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি এই তিন জনকেই মাফ করিয়া দিয়াছেন। এই কথা শুনিবা মাত্রই এই সুসংবাদ পৌছাইবার জন্য এক ব্যক্তি ঘোড়াই চড়িয়া তাহাদের নিকট ধাবিত হইলেন। কিন্তু আর এক জন অধিকতর চালাক ছিলেন। তিনি নিকটবর্ত্তী এক টিলায় চড়িয়া উচ্চৈশ্বরে ঘোষণা করিলেন, "মালেক, আল্লাহ্‌তা'লা তোমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন।"

তাঁহার এই অপরাধ 'মোনাফেকাত' বা কপটতার কারণে ছিল না। তাই তিনি বলিলেন, "আমার এই অপরাধ ধনের কারণে হইয়াছিল; কাজেই আমি আমার সমস্ত ধন আল্লাহ্‌তা'লার পথে উৎসর্গ করিয়া দিব।" এই ওয়াদা তিনি এরূপ দেয়ানতের সহিত পূর্ণ করিলেন যে, ক্ষমার সংবাদ শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, সংবাদাতাকে তিনি পুরস্কার স্বরূপ এক জোড়া কাপড় দিবেন, যেমন আমাদের দেশে লোক বলিয়া থাকে, "মুখ মিঠা করিব।" কিন্তু পরে ভাবিলেন যে তিনি তো সমস্ত ধন-সম্পত্তিই আল্লাহ্‌তা'লার পথে ছদকা করিতে ওয়াদা করিয়াছেন। তাই তিনি অপর এক জন হইতে কর্জ্জ করিয়া কাপড়ের জোড়া দিলেন এবং বলিলেন যে, দ্বিতীয়বার রোজগার করিয়া এই কর্জ্জ আদায় করিবেন; তথাপি আগের ধন-সম্পত্তি হইতে দিবেন না, কারণ তৎ-সমুদয়ই আল্লাহ্‌তা'লার পথে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন।

এই শাস্তি তাঁহাকে কেবল এই জন্য ভোগিতে হইয়াছিল যে, তিনি মনে করিয়াছিলেন, কল্য চলিয়া যাইবেন। প্রথম দিনই যদি চলিয়া যাইতেন তবে তাহাকে এই কঠোর দিন দেখিতে হইত না, বরং তিনি রসুল করীমের (আঃ) সন্তুষ্টি এবং পুণ্য অর্জ্জন করিতে পারিতেন।

সুতরাং অনেক লোক পুণ্য-অর্জ্জন হইতে কেবল এই কারণে বঞ্চিত থাকে যে, তাহারা মনে করে যে, আগামী কল্য করিয়া নিবে। কিন্তু কল্য সুযোগ লাভ হইবে, বা না হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? অতএব যখনই সুযোগ লাভ হয়, তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে 'ফায়দা' বা উপকার গ্রহণ করা উচিত।

অতএব আমি বন্ধুগণকে পুনরায় বলিতেছি **যেন চিন্তা করিয়া ওয়াদা করেন এবং ওয়াদা করার পর তাহা পূর্ণ করিতে বিলম্ব না করেন।**

অতঃপর আমি তাহরিক জদীদ সম্বন্ধেও পুনরায় বলিতেছি যে, ইহা দ্বারা সিলসিলার উন্নতি ও বিস্তারের এক মহা ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে এবং যে ব্যক্তিই ইহাতে যোগদান করিবেন, তিনি মহা পুণ্যের ভাগী হইবেন। অতএব ইহার ওয়াদাও পূর্ণ করা উচিত। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাগণকে শামেল না করা পর্য্যন্ত কোরবানী করা কঠিন হইবে। অতএব তাহাদিগকেও অবগত করাইতে হইবে যেন তাহারা কাজে সহায় হইতে পারে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যেন শীঘ্র শীঘ্র ওয়াদা পূর্ণ হয়। এরূপ যেন না হয় যে, কালকের জন্য কাজ স্থগিত রাখা হয় এবং এইরূপে কাজ অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়। 'নিয়ত' এবং 'এরাদার' আবশ্যক। এই হইলে মজলিসে-শুরাও সাফল্য-মণ্ডিত হইবে এবং তাহরিক-জদীদও সুফল-প্রদ হইবে।

মোমেনের 'নিয়ত' খোদাতা'লার ফজলকে আকর্ষণ করিয়া লয়। অতএব হৃদয়ে পূর্ণ 'এরাদা' বা ইচ্ছা পোষণ করিয়া লও, কারণ আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং মোমেনের 'এরাদা' পূরণ করিবার উপায় করিয়া দেন।

একদা হজরত রসুল করীমের (আঃ) মজলিসে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। এক স্ত্রীলোক দ্বারা অপর স্ত্রীলোকের দাঁত ভাঙ্গা গিয়াছিল। যাহা দ্বারা দাঁত ভাঙ্গা গিয়াছিল তিনি এক জন 'মোখলেস' ও ত্যাগী স্ত্রীলোক ছিলেন। রসুল করীম (আঃ) তাহার জন্য সুপারিশ করিলেন এবং অপর স্ত্রীলোকের পক্ষে তদবির-কারী তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে ক্ষমা করিয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি বলিল, "ইয়া রসুলুল্লাহ। আমার পিসিমার দাঁত ভাঙ্গা গিয়াছে কাজেই যে দাঁত ভাঙ্গিয়াছে তাহারা দাঁত না ভাঙ্গা পর্য্যন্ত আমরা 'বরদাস্ত' করিতে পারি না। অবশ্য আপনি যদি আদেশ করেন তবে ভিন্ন কথা, আমরা মানিয়া লইব।" কিন্তু হুজুর বলিলেন, "না, আমি হুকুম করি না।" এই কথা শুনিয়া অপর স্ত্রীলোকের তদবির-কারক ভ্রাতুষ্পুত্র উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "খোদার কসম, আমার ফুফুর দাঁত ভাঙ্গা যাইতে পারে না।" তাহার মুখ হইতে এই কথা এরূপ জুশ, একীন ও তাওয়াক্কুলের সহিত নির্গত হইয়াছিল যে, অপর পক্ষের তদবির কারকের হৃদয়ে তাহা প্রভাব বিস্তার করিল। সে কাঁপিয়া বলিয়া উঠিল, "ইয়া রসুলুল্লাহ্‌! আমরা মাফ করিয়া দিতেছি।"

যাহারা মুখ হইতে উপরুক্ত কথাগুলি নির্গত হইয়াছিল তিনি এক জন গরীব লোক ছিলেন। রসুল করীম (আঃ) বলিয়াছেন যে, কতিপয় লোক এরূপ আছে যাহাদের কেশ এলোমেলো, বস্ত্র জীর্ণ এবং দেহ কর্দ্দমাক্ত, কিন্তু তাহারা যখন খোদাতা'লার দিব্য করিয়া কোন কথা বলে তখন খোদাতা'লা জরুর তাহা পূর্ণ করেন। অতএব এক বার ভাবিয়া দেখ, কত বড় ক্ষমতা! রসুল করীমের (আঃ) সুপারিশে যে কথা সে মানে নাই, এই ব্যক্তির মুখ হইতে, "খোদার কসম, আমার ফুফু-আম্মার দাঁত ভাঙ্গা যাইবে না"—এই কথা নির্গত হওয়া মাত্র সে মানিয়া লইল। আল্লাই জানেন, এই ব্যক্তির মুখ হইতে কত তাওয়াক্কুল, ঐশী সংযোগ ও একীনের সহিত কথা বলা হইয়াছিল যে, আল্লাহ্‌তা'লার 'গয়রত' উদ্বেলিত

হইল এবং তিনি বলিলেন, "আমার বান্দা যখন আমার কসম খাইয়া বলিল যে, তাহার ফুকুর দাঁত ভাঙ্গা যাইবে না, তখন আমিও বলি যে, ভাঙ্গা যাইবে না। এবং খোদাতা'লা যখন কোন কথা বলেন, তখন অস্বীকার করিবার ক্ষমতা কাহার আছে? তাই অপর পক্ষও মাফ করিয়া দিল।

সুতরাং মোমেনের 'নিয়ত' অতি বড় বিষয়। অতএব তোমরা মোমেন হইয়া থাকিলে হৃদয়ে এক পাক্কা এরাদা করিয়া লও। অতঃপর দেখিবে যে, আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে 'ফজল' বর্ষিত হইবে এবং সকল অসুবিধা দূরীভূত হইবে। তোমাদের এরাদা পূর্ণ করিবার জন্য হয় তো তিনি নূতন উপায় সৃষ্টি করিয়া দিবেন, কিম্বা তোমাদের 'হাওছেলা' বা সাহস বর্দ্ধিত করিয়া দিবেন এবং উভয় রূপেই তোমাদের সমস্যার সমাধান হইবে। এক ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ক্ষুধা নিবৃত্তির দুইটি উপায়ই হইতে পারে। এক—তাহার ক্ষুধাই দূরীভূত করিয়া দেওয়া, দ্বিতীয়—তাহাকে খাওয়ার দেওয়া।

আমার স্মরণ আছে, হজরত মসিহ মাউদের জীবনের শেষ বৎসর কিম্বা তাঁহার অন্তর্ধানের পর প্রথম খেলাফতের কোন রমজানে আমি গরম বশতঃ কিম্বা শেষ রাত্রে খাওয়ার সময় জল পান করিতে না পারায় এক রোজায় আমার অত্যন্ত পিপাসা হয় এবং আমার ভয় হইয়াছিল যে, আমি অজ্ঞান হইয়া যাইব এবং তখন সূর্য্যাস্তের আরো এক ঘণ্টা বাকী ছিল। আমি সটান হইয়া এক খাটে শুইয়া পড়িলাম এবং আমি কাশ্‌ফে দেখিলাম, কে যেন আমার মুখে একটি পান দিল। আমি তাহা চুষিলাম এবং ফলে সকল পিপাসা নিবৃত্ত হইল। এইরূপে আল্লাহ্‌তা'লা আমার পিপাসাই নিবৃত্ত করিয়া দিলেন এবং জল পান করিবার কোন আবশ্যকই রহিল না। অভাব পূরণ হওয়াই উদ্দেশ্য,—প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করিয়াই হউক, বা প্রয়োজন দূরীভূত করিয়া দিয়াই হউক।

হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) এক ব্যক্তি চিঠি লিখিয়াছিল, "দোয়া করিবেন যেন অমুক স্ত্রীলোকের সহিত আমার বিবাহ হয়।" তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি দোয়া করিব, কিন্তু বিবাহের কোন শর্ত্ত নাই, বিবাহও হইতে পারে, কিম্বা বিবাহের প্রতি অনিচ্ছাও সৃষ্টি হইতে পারে"। তিনি দোয়া করিলেন। কিছুদিন পর সেই ব্যক্তি পত্র লিখিয়া জানাইল যে, সেই বিবাহে তাহার অনিচ্ছা জন্মিয়াছে। আমাকেও এক ব্যক্তি এইরূপ চিঠি লিখিয়াছিল। আমি হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সুন্নতের উপর আমল করিয়া তাহাকে সেই জওয়াবই দিয়াছিলাম। এবং এই ব্যক্তিও আমাকে জানাইয়াছে যে, তাহার হৃদয় হইতে সেই আকাঙ্ক্ষাই দূরীভূত হইয়া যাইতেছে।

সুতরাং আল্লাহ্‌তা'লা দুই উপায়েই সাহায্য করিতে পারেন। **অতএব হৃদয় মধ্যে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সৃষ্টি কর** এবং মিথ্যা দাবী হইতে বাঁচিয়া থাক, কারণ তাহা হয়তো আধ্যাত্মিক বার্দ্ধক্য, কিম্বা আধ্যাত্মিক শৈশবের লক্ষণ। আধ্যাত্মিক যৌবন-কালে মানুষের মধ্যে বিনয়, নম্রতা, তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ ভরসা এবং 'মারেফাত' বা তত্ত্বজ্ঞান সৃষ্টি হয় এবং সে কখনো মুখে এরূপ কথা বাহির করিবে না যাহা কার্য্যতঃ পূর্ণ করিতে তাহার হৃদয়ে দৃঢ় ইচ্ছা নাই, এবং যখন সে কোন কথা বলে তখন এরূপ পাক্কা কথা বলে যে, হিমালয় পর্ব্বত টলিলেও তাহার কথা টলে না।

হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) আদেশ

জমাতে-আহমদীয়ার কর্ম্ম-কর্ত্তাগণের কর্ত্তব্য

"জমাতের কর্ম্ম-কর্ত্তাগণের কর্ত্তব্য জুমা বা রবিবার দিবস, বা অন্য কোন দিন আমার প্রত্যেক খোৎবা লোকদিগকে শুনাইয়া দেওয়া। জমাতের কাজ বরং ইহাই হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক স্থানের জমাতের ইহা ফরজ হওয়া উচিত যে, তাহারা জুমা বা রবিবার দিবস আমার খোৎবা-জুমা সবিস্তার লোকদিগকে শুনাইয়া দেয়। যাঁহার হাতে খোদাতা'লা জমাতের সংস্কার কার্য্য সম্পর্দ্দ করেন তাঁহাকে তিনি শক্তিও এরূপ দেন যাহা মানবের চিত্ত-শুদ্ধি সাধন করিতে সক্ষম। তাঁহার বাক্যে যে 'আছর' বা প্রভাব হয় তাহা অন্য কাহারো বাক্যে হয় না।"

প্রত্যেক জমাতের খতিব এবং কর্ম্ম-কর্ত্তাগণের অবশ্য কর্ত্তব্য এই যে, তাহারা হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) খোৎবা বিশেষ করিয়া উপরোক্ত খোৎবা সকল পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণকে একত্রিত করিয়া শুনাইয়া দেন, যেন বন্ধুগণ তাহ্‌রিক-জদীদ সংক্রান্ত নিজ নিজ ওয়াদা সত্বর পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন ও অবস্থা সৃষ্টি করেন।

জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ

মেয়ে-মহল

আহমদী নারীর কর্ত্তব্য

[মিসেস্ এ, এফ, খাঁন কাদিয়ান]

নারীর জাগরণ ব্যতীত সমাজ জাগে না। ধর্ম্মের আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিতে হইলে নারীর শক্তিকে কাজে লাগাইতেই হইবে। নারীর শক্তি একটী প্রধান শক্তি। যে মহৎ কাজের উপর জাতির জীবন-মরণ নির্ভর করে সেই কাজের সাফল্য শুধু পুরুষের কর্ম্ম ধারার উপরই নির্ভর করে না, আর পুরুষের দ্বারা পরিপূর্ণ ভাবে সম্পূর্ণও হইতে পারে না। সেই কাজের সাফল্য নারীজাতির কর্ম্ম-শক্তি ও সহায়তার উপর নির্ভর করে। সমাজকে উন্নতির পথে চালাইবার নারীই অগ্রদূত। ধর্ম্ম-আন্দোলনের ব্যাপারেও নারী সহকর্ম্মী। অবশ্য, ধর্ম্ম-আন্দোলনে যোগদান করিতে হইলে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

একবার ভাবিয়া দেখুন, ইসলামে নারীর অধিকার যদি আমরা বজায় না রাখি তবে ভবিষ্যতে নারীর অস্তিত্ব একেবারে বিলীন হইয়া যাইবে। সেই তের শত বৎসর পূর্ব্বে নারীজাতির অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখুন, তখনকার নারীরা মনে করিত, নারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করা খোদাতালার অভিশাপ মাত্র। নারী কুলের এই শোচনীয় অবস্থা হজরতের হৃদয়কে গভীরভাবে আহত করিল। যে নারী পুরুষের সহধর্ম্মিণী, ও একমাত্র সহায় ও সঙ্গিনী তাহার প্রতি এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার দেখিয়া, হজরতের কোমল প্রাণে আঘাত লাগিল। তিনি প্রচার করিলেন, নারীর প্রতি পুরুষের নির্য্যাতনের কোনরূপ অধিকার নাই। অতঃপর তিনি প্রায়ই তাঁহার সাহাবীগণকে তাঁহাদের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে নানারূপ উপদেশ দিতেন ও বলিতেন—"খায়রুকুম, খায়রুকুম লে আহ্‌লিহি"—অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, যে তাহার স্ত্রীর ও পরিবারের সহিত সদ্ব্যবহার করে। তিনি নারীজাতিকে পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যে যুগে নারীকে নরকের দ্বার মনে করা হইত, সেই যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া হজরতের নারীর প্রতি এই অপরিসীম শ্রদ্ধা খোদার রহমত বই আর কিছুই নহে।

একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, হজরত খোদেজা, আয়েশা ও ফাতেমা প্রভৃতি পুণ্যবতী রমণীদের কথা। তাঁহারাও তো আমাদের মত নারীই ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ও আমাদের মধ্যে কত প্রভেদ, এই প্রভেদ কিসের জন্য? এর জন্য দায়ী কে? আমরাই নই কি?

হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) যখন নবুওতের দাবী করেন তখন তাঁহার উপর কে প্রথমে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, পুরুষ না নারী? সর্ব্বাগ্রে যিনি সত্যের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং যিনি ইসলামের মোহন মুকুট শিরে ধারণ করিয়াছিলেন তিনিই দ্যুলোক ভূষণা জননী খোদেজা। তাই বলি আমরা যদি এই পুণ্যশালিনী রমণীদিগের পদানুসরণ করিয়া চলিতে পারি তবে আমরাও এই পার্থিব জীবনে অনেক কিছুই করিয়া যাইতে পারিব। একবার আমরা যদি সেই মহিলাদের জীবন কথা আলোচনা করি, তবে দেখিতে পাই, তাঁহাদের জীবন কত সরল ও সহজ ছিল। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই এরূপ ছিলেন যে নিজের হাতে যাঁতা পিষিয়া বা কাপড় বুনিয়া নিজেদের গার্হস্থ্য জীবন অতিবাহিত করিতেন। আবার ধর্ম্ম কাজে এই সকল মহিলাগণ পুরুষের মত নিজেদের জীবনকে বিলাইয়া দিয়াছেন।

মোসলেম ইতিহাসে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যুদ্ধ ব্যাপারেও নারী পুরুষের সঙ্গিনী হইয়াছেন। আবার স্বামী, পুত্র, ভ্রাতাকে হাসি মুখে যুদ্ধের জন্য বিদায় দিয়াছেন। ইহা কি নারীর গৌরবের কথা নয়? আজ আমরা সেই নরীজাতি বলিয়া গর্ব্ব করি, মোমেনা বলিয়া নিজের পরিচয় দেই। কিন্তু যদি একবার ভাবিয়া দেখি আজ আমরা ধর্ম্মের জন্য কি করিতেছি তবে লজ্জায় মস্তক আপনি অবনত হয়ে আসে। আমরা মুসলমান ও আহমদী রমণী। ধর্ম্মের সেবা আজ পুরুষের যেরূপ কর্ত্তব্য, আমাদেরও সেরূপ কর্ত্তব্য। তবে ইহাও সত্য যে পুরুষ ও নারীর কাজ কখনও এক হইতে পারে না। সন্তান পালন সংসারে সর্ব্ব-প্রধান, ও

সর্ব্ব-প্রথম গুরুতর কর্ত্তব্য। অতএব সন্তানকে সুশীল ও সুবোধ করিতে হইলে সর্ব্ব-প্রথম চাই মাতার স্নেহ-শিক্ষা। আজ আমাদের হজরত খলিফা সাহেব তাহ্‌রিক-জদিদে যে ১৯টী মোতালেবা নিজের জমাতের নিকট পেশ করিয়াছেন তাহা কেবল পুরুষের জন্যই নহে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আহমদী নারিগণ ব্যতীত তাহরিক-জদিদের সকল বিষয় পালন করা পুরুষের পক্ষে অসাধ্য। যদি আমরা নিজ হস্তে কাজ কর্ম্ম করি এবং নিজেদের মধ্যে তাহ্‌রিকের শিক্ষা পালন করি—অর্থাৎ অতি সরল ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি তবে আমরা ইসলামের সেবাকার্য্যে অনেক কিছুই সাহায্য করিতে পারিব। ইহাতে পুরুষগণ আমাদিগকে কখনও বাধা দিবেন না, বরং তাঁহারাও আমাদের সাহায্যকারী হইবেন। যদিও নারীজাতিকে খোদাতালা পুরুষের অপেক্ষা দুর্ব্বল করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন তথাপি নারীজাতি ব্যতিরেকে পুরুষ সমাজের কোন কর্ম্মই সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন না। অতি সাদাসিদে ভাবে থাকা ও অল্প খরচে খাওয়া দাওয়ার অভ্যাস হইয়া গেলে কোন কষ্টই পাইতে হইবে না। যত দিন আমরা এই অভ্যাস না করিতে পারিব তত দিনই একটু কষ্ট পাইতে হইবে। যে যেরূপ অভ্যাসে প্রতিপালিত হয়, তাহার জীবনও সেই ভাবেই অতিবাহিত হইয়া থাকে। মানুস অভ্যাসের দাস।

আমি দেখিয়াছি যে অনেক স্ত্রীলোকের কারণে স্বামী বেচারা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাহ্‌রিকে-জাদিদের আদেশগুলি পালন করিতে পারিতেছেন না। ইহা হইতে আমাদের লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? তাহ্‌রিকে- জাদিদের প্রায় ৪।৫ বৎসর গত হইতে চলিল, এখনও কি আমরা নিজেদের দুর্ব্বলতা দূর করিতে সক্ষম হইব না? আমাদের স্বামী ও আমাদের ভ্রাতা, পিতা, পুত্র আমাদের জন্যই পুণ্য কাজ করিতে পারিতেছেন না! ইহা কত বড় আক্ষেপের বিষয়! এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, যদি আমরা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে পুণ্য কার্য্যে লাগাইয়া যাইতে পারি, তবেই আখেরাতে সুখ লাভ করিতে পারিব। আমাদের কর্ত্তব্য যে সকল পুরুষ হজরত খলিফাতুল মসিহের (আঃ) আদেশ পালনে অবহেলা করেন তাঁহাদিগকে এমন ভাবে এবিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হইবে যাহাতে তিনি মনে মনে লজ্জিত হইয়া নিজে আর ঐরূপ কাজ না করেন। আমাদের বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে, যেন আমাদের পিতা বা ভ্রাতা অথবা স্বামী আমাদের জন্য পুণ্য কাজ হইতে বঞ্চিত না থাকেন। যে পর্য্যন্ত আমরা আমাদের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে না পারিব সেই পর্য্যন্ত খোদার সন্তুষ্টি কখনও লাভ করিতে পারিব না। কেবল গৃহকর্ম্ম যথা—রান্না বা পুত্র কন্যা পালনই একমাত্র নারীর কর্ম্ম নহে। বহির্জগতেও ইসলামের আদেশ মতে নারীর অনেক কাজ আছে। দুনিয়া একটী গাড়ী সদৃশ, পুরুষ ও নারী তাহার দুই প্রধান চক্র স্বরূপ যাহা ব্যতিরেকে দুনিয়ার গাড়ী চলিতে সক্ষম হয় না। নারীর প্রধান কর্ত্তব্য সন্তানকে সুশিক্ষা দেওয়া। যতদিন আমরা এই কর্ত্তব্য সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিতে না পারিব, ততদিন আমরা নারী নামের প্রকৃত অধিকারিণী হইতে পারিব না। সন্তানের শিক্ষার ভার সর্ব্বপ্রথম মাতার উপরই নির্ভর করে। মাতাকে সন্তানদের এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে সে ভবিষ্যতে সমাজের জন্য উজ্জ্বল রত্ন স্বরূপ হইতে পারে যেমন কবি বলিয়াছেন—

'দুগ্ধ যবে পিয়াও জননী,
শুনাও সন্তানে শুনাও তখনি,
বীরগুণ গাঁথা বিক্রম কাহিনী,
বীরগর্ব্বে তার নাচুক ধমনী॥'

মাতা ইচ্ছা করিলেই শিশু হৃদয়ের বৃত্তিগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া তাহাকে তেজস্বী, সাহসী, বীর, ধীর সবই করিতে পারেন। সন্তানের শিক্ষার নিমিত্ত মাতার বিদ্যাবুদ্ধি সর্ব্বপ্রথমে একান্ত আবশ্যক। সন্তানের শিক্ষা দীক্ষা ইসলামের আদর্শানুযায়ী পরিচালিত করাই আদর্শ জননীর কর্ত্তব্য। অতএব আমি আমার আহমদী ভগ্নীগণের নিকট অনুরোধ করিতেছি যে তাহারা যেন নিজেদের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিতে তৎপর হন এবং সন্তানদিগকে তাহাদের জীবনের প্রারম্ভ হইতেই নেক বা পুণ্য কার্য্যে উৎসাহিত করেন এবং তাহাদের চরিত্রকে এমন ভাবে গড়িয়া তোলেন যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে শুধু দুনিয়ার জন্য নহে পরন্তু দ্বীনের জন্যও নিজকে উৎসর্গিত করিতে সক্ষম হয় ও পৃথিবীর দিকে দিকে খোদার তৌহিদের বাণী পৌঁছাইয়া নিজদিগকে সিদ্দিক, সালেহ্‌দের মধ্যে পরিগণিত করিতে পারে। সর্ব্বশেষে দোয়া এই যে, খোদাতালা আমাদিগকে আদর্শ জননী ও আদর্শ সহধর্ম্মিণী হইতে তৌফিক দিন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

জগৎ আমাদের

আফ্রিকায় তবলীগ

নাইজেরিয়া—মৌলবী হেকীম ফজলুর রাহমান সাহেব, মোবাল্লেগ, জানাইয়াছেন যে, তথায় মিষ্টার মুদা আল-কারুক নামীয় একটি খার্ত্তুমী যুবক কিছুকাল যাবৎ আহ্‌মদীয়ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। খোদাতা'লার ফজলে সম্প্রতি তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সিলসিলা-ভুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরো বিশ জন লোক তথায় বয়াৎ গ্রহণ করিয়াছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌তা'লা তথায় পবিত্র সিলসিলাকে আরো উন্নতি দান করুন—আমীন।

সিয়েরালিউন—মৌলবী নাজীর আহমদ সাহেব, মোবাল্লেগ জানাইয়াছেন যে, তিনি তথাকার আহমদীয়া স্কুলের ৪০ জন ছাত্র এবং আরো কতিপয় আহমদী ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া এক গ্রামে তবলীগ করিতে যাইয়া সেই গ্রামের চিফ, ইমাম এবং আরো কতিপয় লোককে তবলীগ করেন। ফলে, খোদাতা'লার ফজলে চিফ্‌, নায়েব ইমাম এবং আরো কতিপয় লোক বয়াৎ গ্রহণ করিয়াছেন এবং নূতন বয়াৎ গ্রহণকারিগণ চারিশিলিং চাঁদাও দিয়াছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে ইমান ও আমলে উন্নতি দান করুন—আমীন।

শুভ সংবাদ

বন্ধুগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় আমীর খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাসেম খাঁন চৌধুরী মহোদয়ের কন্যা শ্রীমতী মসুদা খাতুন—বয়স দশ বৎসর—পিতামাতার আকাঙ্খা অনুযায়ী আজ দুই বৎসর ধরিয়া কোরান শরীফ 'হেফজ' বা মুখস্থ করিতেছে। বর্ত্তমানে খোদার ফজলে তাহার দশ সিফারা মুখস্থ হইয়াছে। এরূপ আশা করা যায় যে সে ছয় বৎসরের মধ্যে সমস্ত কোরাণ শরীফ মুখস্থ করিতে পারিবে। বাংলা আহমদী জমাতের সকলের নিকট আমাদের আন্তরিক আকাঙ্খা ও প্রার্থনা যে তাহারা সকলেই আমাদের এই ভাবী হাফেজার জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করিবেন। যেন খোদাতা'লা আমাদের এই ক্ষুদ্র বোন দ্বারা তাহার পিতামাতার আন্তরিক শুভ আকাঙ্খা পূর্ণ করিবার তৌফিক দেন। সে যেন দ্বীন ও দুনিয়ার অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া বাঙ্গালী আহমদী ভগ্নীদের মুখ উজ্জল করে।—আমীন সুম্মা আমীন।

লণ্ডন আহমদীয়া মসজিদে

মক্কা শরীফের ভাইস্‌রয় এবং আরবের অন্যান্য প্রতিনিদিগণের সম্মেলন

ইতি-পূর্ব্বে লণ্ডনে পেলেষ্টাইন সমস্যার সমাধান কল্পে এক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। সমস্ত আরবদের প্রতিনিধিগণ তাহাতে যোগদান করেন। এই উপলক্ষে লণ্ডন আহমদীয়া মসজিদের ইমামের পক্ষ হইতে মক্কার ভাইস্‌রয় হিজ রয়েল হাইনেস আমীর ফয়সল (হেজাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি) এবং আরবদের অন্যান্য সকল প্রতিনিধিগণকে 'চা' পানের নিমন্ত্রণ করা হয়। প্রায় দুই শত অতিথি উক্ত টী-পার্টিতে যোগদান করেন। লণ্ডনের বড় বড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং অন্যান্য দেশের মন্ত্রি ও প্রতিনিধিগণ ছাড়া বহু সম্ভ্রান্ত ভারতবাসীও যোগদান করেন। জমাত আহমদীয়ার মেম্বরগণও উপস্থিত ছিলেন।

সর্ব্ব-প্রথম জনৈক ব্রিটিশ নো-মোসলেম দানিয়েল নেটাল সুললিত স্বরে কোরান পাঠ করেন। অতঃপর জনৈক অল্প-বয়স্কা ব্রিটিশ মোসলেম বালিকা কলেমা পাঠ করিয়া শুনায়। তৎশ্রবণে হজরত আল্‌-আমীর ফয়সাল অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং এই দোয়া করেন, "আল্লাহ্‌ তোমাকে এই কলেমার উপর কায়েম রাখুক"। অতঃপর মৌলানা জালাল উদ্দীন শামস্‌ সাহেব, হজরত আমীর ফয়সল ও অন্যান্য আরব প্রতিনিধিগণের প্রতি হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানির (আইঃ) তরফ হইতে তার-যোগে প্রেরিত পয়গাম ও এড্‌রেস্‌ পাঠ করিয়া শুনান। এই অভিভাষণ ও তাহার জওয়াব ইন্‌শা-আল্লাহ্‌ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। অভিভাষণ-শেষে ব্রিটিশ মুসলিম মাতা-পিতার সর্ব্ব-প্রথম মুসলিম সন্তান একটি দুই বৎসর বয়স্কা বালিকা আল-আমীর ফয়সাল ও অন্যান্য প্রতিনিধিগণকে উচ্চঃস্বরে "আস্‌-সালামু-আলাইকুম" বলে। ইহাতে আল্‌-আমীর ফয়সল অত্যন্ত আপ্যায়িত হন এবং শিশুটিকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোলে করিয়া রাখেন।

অতঃপর মৌলানা শামস সাহেব বিশিষ্ট বন্ধুগণের সহিত হজরত আল্‌-আমীর ফয়সলের ইন্‌টারভিউ করাইয়া দেন এবং

আল্-আমীর মহোদয় পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেকের নিকট পৌঁছিয়া 'মোছাফা' (করমর্দ্দন) করেন ও কথা বলেন। অতঃপর তিনি অন্যান্য আরবের প্রতিনিধিগণ সহ মসজিদো প্রবেশ করেন এবং মসজিদের প্রসার, পারিপাট্য ও সরলতা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করেন।

অতঃপর মসজিদের সম্মুখে সকলের ফটো গ্রহণ করা হয়। বিদায় কালে হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) প্রণীত "মিনানুর-রাহমান," "আয়নায়ে-কামালতে-ইসলাম" প্রভৃতি আরবী গ্রন্থ উত্তম বাঁধাই করিয়া আল্-আমীর ফয়সলাকে উপহার দেওয়া হয়। তিনি ধন্যবাদ ও আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করেন।

যে সকল সম্ভ্রান্ত মহোদয় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন নিম্নে তাঁহাদের কতিপয়ের নাম প্রদত্ত হইল—

১। হিজ্ রয়েল হাইনেস আমীর ফয়সাল—ভাইসরয় মক্কা।

২। ফাওয়াদ বে হামজা—নায়েব উজির খারেজা (Foreign min'ster), হেজাজ।

৩। শেখ ইব্রাহীম সোলাইমান—সেক্রেটারী কাউন্সিল, সাউদিয়া, আরব।

৪। হিজ্ এক্সেলেন্সি তৌফিক বে সাউদী, উজীর খারেজা, ইরাক।

৫। আবদুল্লাহ্—সেক্রেটারী, ওজির খারেজা।

৬। ডাঃ ফরিদ বে বিয়াজী।

৭। ডাঃ হুসেন খালেদী।

৮। শেখ হাজী হাফেজ ধাব্বা সাউদী।

৯। সার ফিরোজ খান নুন, কে, সি, আই,—হাই কমিশনার ফর ইণ্ডিয়া।

১০। সরদার বাহাদুর মোহন সিং, মেম্বর অব কাউন্সিল ফর ইণ্ডিয়া।

১১। সার এড্ওয়ার্ড মেকলিগণ, কে, সি, আই, ই; কে, সি, এস, আই; এম, এ, সি, এস, আই।

১২। সার রার্ট ওয়েনসার্ট,: জি, সি, বি, সি, সি, এম, জি, কে, সি, বি, কে, বি, সি, এম, সি, এম, ভি, ও—চিফ্ লিগেল এড্ভাইজার।

১৩। সার লুইস ডিন, জি, সি, আই, ই, কে, সি, আই, ই।

১৪। সার ডিন রাস-নাইট, সি, আই, এ, ডি-লিট, পি-এইচ-ডি, এফ, আর, জি, এস, এম, আর, এ, সি, এফ, এ, সি, বি।

১৫। সার এল্ফ্রেড জিটারটন, সি, আই, এ, কে এইচ, জি, ডাবলিউ।

১৬। লেফটাণ্ট করনেল সার গড্ফ্রি।

১৭। করনেল এম, ডবলিউ, ডগলাস, সি, আই, এ, সি, এস, আই।

১৮। ডাঃ মানরু, সি, আই, এ, আই, সি, এস।

এতদ্ব্যতীত রুমানীয়া, আল্বেনিয়া, ইটালী, আরজেন্টাইন, জার্ম্মাণী, সুইডেন প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিগণও বিদ্যমান ছিলেন।

সালানা জলসার চাঁদা ও আহ্‌মদীয়া জমাতের কর্ত্তব্য

বিগত ১৯৩৮ সনের মজলিসে-শুরায় হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) মাসিক চাঁদার ন্যায় সালানা জলসার চাঁদার হারও নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন এবং আয়ের উপর শতকরা দশ টাকা হার স্থির করিয়াছেন। অতএব এই চাঁদাও মাসিক চাঁদার ন্যায়ই 'লাজেমী' বা অবশ্য দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ তাকিদ হওয়া সত্ত্বেও বন্ধুগণ ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কারণ, দেখা যায় যে, অনেক বন্ধুই মাসিক চাঁদা তো পাঠাইতেছেন, কিন্তু সালানা-জলনা বাবৎ কোন চাঁদা পাঠাইতেছেন না। অতএব সকল বন্ধুগণকেই অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা সত্বর এই চাঁদা নির্দ্ধারিত হার অনুযায়ী আদায় করিতে যত্নবান হইবেন, এবং সকল জমাতের কর্ম্ম-কর্ত্তাগণকেও অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা এই চাঁদা যথা-রীতি আদায়ের সুব্যবস্থা করিবেন।

জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ

বাৎসরিক রিপোর্ট

বখেদমতে জোনাব আমীর, প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী সাহেবান,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

খোদাতা'লার ফজলে ৩০শে এপ্রিল তারিখে ১৯৩৮-৩৯ ইং সন শেষ হইয়া ১লা মে হইতে আমাদের নূতন বৎসর ১৯৩৯-৪০ ইং সন আরম্ভ হইবে। আল্লাহ্‌তা'লা নববর্ষে প্রত্যেক জমাত এবং 'আফ্‌রাদকে' (ব্যক্তিবিশেষকে) তাঁহারই ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য্য করিয়া তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিবার তৌফিক দিন —আমীন।

বিগত বৎসর (১৯৩৮-৩৯) আপনাদের প্রত্যেকেই আপন আপন সুযোগ ও অবস্থা অনুযায়ী সেলসেলার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। আপনাদের ঐরূপ প্রচেষ্টা ও তাহার ফলাফল আমাদের একমাত্র পথ-প্রদর্শক হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহর (আইঃ) পবিত্র খেদমতে উপস্থিত করিতে চাই, যেন আপনারা তাঁহার বিশেষ দোয়ার ভাগী হইতে পারেন। সুতরাং আমার অনুরোধ যে, আপনারা আপনাদের আঞ্জোমনের বাৎসরিক রিপোর্ট অতি সত্বর পাঠাইতে চেষ্টা করিবেন, যেন আমরা তাহা আগামী মে (১৯৩৯ইং) মাসের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌র (আইঃ) পবিত্র খেদমতে উপস্থিত করিতে পারি।

রিপোর্টে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করিবেন :—

(১) জমাতের মোট সংখ্যা, পুরুষ ও স্ত্রীলোক ;

(২) তবলীগী মিটিং কতবার হইয়াছে ;

(৩) স্থানীয় বাৎসরিক মিটিং হইয়াছে কি না ?

(৪) পুস্তক ও ইস্তাহার বিলি হইয়াছে কি না এবং কত কত সংখ্যায় বিলি হইয়াছে ?

(৫) কোন 'বহস' হইয়াছে কি না—তাহার ফলাফল ?

(৬) 'নবী-দিবস' উপলক্ষে কি কি কাজ হইয়াছিল ?

(৭) অমোসলমানদিগের জন্য 'তবলীগ দিবস' উপলক্ষে কি কি করা হইয়াছিল ?

(৮) মোসলমানদিগের জন্য 'তবলীগ দিবস' উপলক্ষে কি কি করা হইয়াছিল ?

(৯) সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক মিটিং হইয়া থাকে কি না ?

(১০) আন্‌সারুল্লাহর কার্য্য বিবরণ, সংক্ষেপে ;

(১০ক) খোদ্দামুল-আহমদীয়ার কার্য্য-বিবরণ, সংক্ষেপে ;

(১১) নূতন কতজন 'বয়াত' গ্রহণ করিয়াছে ?

(১২) 'আহমদী' পত্রিকা, 'সান-রাইজ' পত্রিকা, 'রিভিউ-অব-রিলিজিয়ন্স' এবং 'আলফজল' পত্রিকার প্রত্যেকটির গ্রাহক সংখ্যা কত ?

(১৩) 'তাহ্‌রিকে জদীদে' মোট কত চাঁদা দেওয়া হইয়াছে ?

(১৪) 'তাহরীকে জদীদের' অন্যান্য মোতালেবার প্রতি 'আমল' করা হয় কি না ?

(১৫) জুবিলী-ফাণ্ডে মোট কাত চাঁদা দেওয়া হইয়াছে ?

(১৬) কোরান শরীফের ও হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) কেতাবের 'দরস' হয় কি না ?

(১৬ক) হজরত আমীরুল মোমেনীনের খোৎবা পাঠ করিয়া শুনান হয় কি না ?

(১৭) কতজন কোরান শরীফ, কতজন 'আহ্‌মদী' পত্রিকা এবং কতজন উর্দ্দু পড়িতে পারে ? যাহারা পড়িতে পারে না তাহাদিগকে আহ্‌মদীতে প্রকাশিত খোৎবা পড়িয়া শুনান হয় কি না ?

(১৮) মোট চাঁদা কত আদায় হইয়াছে এবং প্রাদেশিক আঞ্জোমনে মোট কত টাকা কি কি বাবত পাঠান হইয়াছে ?

(১৯) মস্‌জিদ আছে কি না এবং মেম্বারগণ বা-জমাত নমাজ আদায় করে কি না ?

(২০) শরীয়তের অন্যান্য আদেশ মেম্বারগণ পালন করে কি না ?

(২১) (ক) গয়র-আহমদীদিগের সহিত ও (খ) নূতন বয়াত গ্রহণকারী আহ্‌মদীদিগের সহিত বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে (গ) এবং সেলসেলার অন্যান্য বিষয়ে নিয়ম পালন করা হয় কি না ? যদি কেহ লঙ্ঘন করিয়া থাকে তাহার নাম।

এতদ্ব্যতীত তবলীগ ও সেলসেলা সংক্রান্ত অন্য কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় থাকিলে তাহাও উল্লেখ করিয়া বাধিত করিবেন। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের সহায় হউন,—আমীন।

খাকছার

মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী, জেনারেল সেক্রেটারী,
বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ ; ঢাকা।

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— ——— "তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন .....এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"— হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ্‌মদ** (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে :—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিস্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজা' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতর সম্পূর্ণ বহির্ভূত

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন:—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা,
(বেঙ্গল)

বহুমূত্রের মহৌষধ

মহাপুরুষ প্রদত্ত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার
দ্বারা প্রশংসিত
শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেনগুপ্ত,
বামাকুটীর, পোঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া (এ-বি-আর)

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲
সিকি কলম	"	২৷৷০
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	মাসিক	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৩য় পূর্ণ "	"	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৪র্থ পূর্ণ "	"	৩০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহ্‌মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম	মূল্য
Extracts from the Holy Quran	12 *as.*
Ahmed, His Claims and Teachings ...	8 *as.*
The Teachings of Islam	4 *as.*
Islam and its Comparison with other religions	12 *as.*
(Paper bound ...	8 *as.*)
The Imam of the Age ...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet ...	2 *as*
The Future Religion of the World ...	2 *as.*
The Message from Heaven	1 *a.*
ধর্ম্ম সমন্বয় ...	।০
আহমদীয়া মতবাদ ...	।০
ইমামুজ্জমান ...	৵০
আহমদ চরিত ...	।০
চশ্‌মায়ে মসিহ ...	।০
জজ্‌বাতুল হক (উর্দ্দু) ...	।০
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ...	৵০
প্রীতি-সম্ভাষণ ...	৴০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম ...	৲১৫
তহকীক-উদ্দীন ...	৲১০
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ...	৲৫
আমালেসালেহ্‌ (উর্দ্দু) ...	৸০

দ্রষ্টব্য—এজেণ্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহ্‌মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).